ব্যাংক জব লেকচার শিট

লেকচার ৭

Lecture Contents

- ☑ পদ-প্রকরণ
- ☑ বাংলা অনুজ্ঞা
- ☑ বাক্য প্রকরণ ও রূপান্তর
- ☑ কাল ও পুরুষ
- ☑ বাচ্য ও উক্তি
- ☑ ছন্দ ও অলঙ্কার

পদ প্রকরণ

বিভক্তিযুক্ত শব্দমাত্রই পদ এবং বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দই এক একটি পদ।

শ্রেণিবিভাগ: পদগুলো প্রধানত দু প্রকার:
১. সব্যয় পদ ও ২. অব্যয় পদ।

সব্যয় পদ চার প্রকার:
☑ বিশেষ্য, ☑ বিশেষণ,
☑ সর্বনাম, ☑ ক্রিয়া।

সুতরাং পদ মোট পাঁচ প্রকার: বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া এবং অব্যয়।

পদ
- সব্যয় পদ
  - ১. বিশেষ্য
  - ২. বিশেষণ
  - ৩. সর্বনাম
  - ৪. ক্রিয়া
- অব্যয় পদ

উদাহরণ:
১. বিশেষ্য পদ ঃ অভিযাত্রী, মানুষ, কল্পনা, রাজ্য, দেশ, মঙ্গলগ্রহ।
২. বিশেষণ পদ ঃ দুঃসাহসী, চিরন্তন।
৩. সর্বনাম পদ ঃ তাঁরা।
৪. ক্রিয়াপদ ঃ পৌঁছেছেন, গিয়েছি।
৫. অব্যয় পদ ঃ এবং, ও, জন্য।

বিশেষ্য পদ

কোনো কিছুর নামকে বিশেষ্য পদ বলে।
বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝানো হয় তাদের বিশেষ্য পদ বলে।
শ্রেণিবিভাগ: বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার।
১. সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য (Proper Noun)
২. জাতিবাচক বিশেষ্য (Common Noun)
৩. বস্তু বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য (Material Noun)
৪. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (Collective Noun)
৫. ভাববাচক বিশেষ্য (Verbal Noun)
৬. গুণবাচক বিশেষ্য (Abstract Noun)

বিশেষ্য পদ
- নামবাচক
- জাতিবাচক
- বস্তুবাচক
- সমষ্টিবাচক
- ভাববাচক
- গুণবাচক

সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য
যে পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, ভৌগোলিক স্থান বা সংজ্ঞা এবং গ্রন্থ বিশেষের নাম প্রকাশিত হয়, তাকে সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য বলে। যথা
(ক) ব্যক্তির নাম ঃ নজরুল, ওমর, আনিস, মাইকেল।
(খ) ভৌগোলিক স্থানের নাম ঃ ঢাকা, দিল্লি, লন্ডন, মক্কা।

(গ) ভৌগোলিক সংজ্ঞা ঃ (নদী, পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদি) মেঘনা, হিমালয়, আরব সাগর ।

(ঘ) গ্রন্থের নাম ঃ 'গীতাঞ্জলি', 'অগ্নিবীণা' । 'দেশে- বিদেশে', 'বিশ্বনবি' ।

জাতিবাচক বিশেষ্য

যে পদ দ্বারা কোনো এক জাতীয় প্রাণী বা পদার্থের সাধারণ নাম বোঝায়, তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে । যেমন– মানুষ, গরু, পাখি, গাছ, পর্বত, নদী, ইংরেজ ।

বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য

যে পদ দ্বারা কোনো উপাদানবাচক পদার্থের নাম বোঝায়, তাকে বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য বলে । এই জাতীয় বস্তুর সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায় । যথা– বই, খাতা, কলম, থালা, বাটি, মাটি, চাল, চিনি, লবণ, পানি ইত্যাদি ।

সমষ্টিবাচক বিশেষ্য

যে পদ দ্বারা বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি বোঝায়, তা-ই সমষ্টিবাচক বিশেষ্য । যথা– সভা, জনতা, সমিতি, পঞ্চায়েত, মাহফিল, ঝাঁক, বহর, দল ইত্যাদি ।

ভাববাচক বিশেষ্য

যে বিশেষ্য পদে কোনো ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে । যথা– গমন (যাওয়ার ভাব বা কাজ) দর্শন (দেখার কাজ), ভোজন (খাওয়ার কাজ), শয়ন (শোয়ার কাজ), দেখা, শোনা ইত্যাদি ।

গুণবাচক বিশেষ্য

যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো বস্তুর দোষ বা গুণের নাম বোঝায়, তা-ই গুণবাচক বিশেষ্য । যথা– মধুর মিষ্টত্বের গুণ– মধুরতা, তরল দ্রব্যের গুণ - তারল্য, তিক্ত দ্রব্যের দোষ বা গুণ – তিক্ততা, তরুণের গুণ – তারুণ্য ইত্যাদি ।

বিশেষণ পদ

যে পদ অন্য যে কোন পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে ।

চলন্ত গাড়ি ঃ বিশেষ্যের বিশেষণ ।
করুণাময় তুমি ঃ সর্বনামের বিশেষণ ।
দ্রুত চল ঃ ক্রিয়া বিশেষণ ।

শ্রেণিবিভাগ– বিশেষণ দু ভাগে বিভক্ত । যথা–

১. নাম বিশেষণ ও
২. ভাব বিশেষণ ।

নাম বিশেষণ

যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষায়িত করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে । যথা–

বিশেষ্যের বিশেষণ ঃ **সুস্থ-সবল** দেহকে কে না ভালোবাসে?
সর্বনামের বিশেষণ ঃ সে **রূপবান** ও **গুণবান** ।

নাম বিশেষণের প্রকারভেদ–

ক. রূপবাচক ঃ নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, কালো মেঘ ।
খ. গুণবাচক ঃ চৌকস লোক, দক্ষ কারিগর ।
গ. অবস্থাবাচক ঃ তাজা মাছ, রোগা ছেলে, খোঁড়া পা ।
ঘ. সংখ্যাবাচক ঃ হাজার লোক, দশ দশা, শ টাকা ।
ঙ. ক্রমবাচক ঃ দশম শ্রেণি, সত্তর পৃষ্ঠা, প্রথমা কন্যা ।
চ. পরিমাণবাচক ঃ বিঘাটেক জমি, পাঁচ শতাংশ ভূমি । হাজার টনী জাহাজ, এক কেজি চাল, দু'কিলোমিটার রাস্তা ।
ছ. অংশবাচক ঃ অর্ধেক সম্পত্তি, ষোল আনা দখল, সিকি পথ ।
জ. উপাদানবাচক ঃ বেলে মাটি, মেটে কলসি, পাথুরে মূর্তি ।
ঝ. প্রশ্নবাচক ঃ কত দূর পথ? কেমন অবস্থা?
ঞ. নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক ঃ এই লোক, সেই ছেলে, ছাব্বিশে মার্চ ।

ভাব বিশেষণ

যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষায়িত করে তা-ই ভাব বিশেষণ ।

ভাব বিশেষণ চার প্রকার :

১. ক্রিয়া বিশেষণ,
২. বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ,
৩. অব্যয়ের বিশেষণ,
৪. বাক্যের বিশেষণ ।

ক্রিয়া বিশেষণ

যে পদ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে, তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে । যথা–

ক. ক্রিয়া সংঘটনের ভাব ঃ **ধীরে ধীরে** বায়ু বয় ।
খ. ক্রিয়া সংঘটনের কাল ঃ **পরে** একবার এসো ।

বিশেষণীয় বিশেষণ

যে পদ নাম বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষায়িত করে, তাকে বিশেষণীয় বিশেষণ বলে ।

ক. নাম-বিশেষণের বিশেষণ ঃ **সামান্য** একটু দুধ দাও ।
এ ব্যাপারে সে **অতিশয়** দুঃখিত ।
খ. ক্রিয়া-বিশেষণের বিশেষণ ঃ রকেট **অতি** দ্রুত চলে ।

অব্যয়ের বিশেষণ

যে ভাব-বিশেষণ অব্যয় পদ অথবা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষায়িত করে, তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে । যথা– **ধিক্** তারে, **শত ধিক্** নির্লজ্জ যে জন ।

বাক্যের বিশেষণ

কখনও কখনও কোনো বিশেষণ পদ একটি সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষায়িত করতে পারে, তখন তাকে বাক্যের বিশেষণ বলা হয় । যেমন– **দুর্ভাগ্যক্রমে** দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে । **বাস্তবিকই**, আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন ।

একই পদের বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে প্রয়োগ

বাংলা ভাষায় একই পদ বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হতে পারে । যেমন–

ভাল ঃ বিশেষণরূপে – **ভালো** বাড়ি পাওয়া কঠিন ।
বিশেষ্যরূপে – আপন **ভালো** সবাই চায় ।
মন্দ ঃ বিশেষণরূপে – **মন্দ** কথা বলতে নেই ।
বিশেষ্যরূপে – এখানে কী **মন্দটা** তুমি দেখলে?
পূণ্য ঃ বিশেষণরূপে – তোমার এ **পূণ্য** প্রচেষ্টা সফল হোক ।
বিশেষ্যরূপে – **পূণ্যে** মতি হোক ।
নিশীথ ঃ বিশেষণরূপে – **নিশীথ** রাতে বাজছে বাঁশি ।
বিশেষ্যরূপে – গভীর **নিশীথে** প্রকৃতি সুপ্ত ।
শীত ঃ বিশেষণরূপে – **শীতকালে** কুয়াশা পড়ে ।
বিশেষ্যরূপে – **শীতের** সকালে চার দিক কুয়াশায় অন্ধকার ।
সত্য ঃ বিশেষণরূপে – **সত্য** পথে থেকে সত্য কথা বল ।
বিশেষ্যরূপে – এ এক বিরাট **সত্য** ।

সর্বনাম পদ

বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে ।

সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনামসমূহকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

(১) ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক ঃ আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তাহারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ও, ওরা ইত্যাদি।

(২) আত্মবাচক ঃ স্বয়ং, নিজে, খোদ, আপনি।

(৩) সামীপ্যবাচক ঃ এই, এসব।

(৪) দূরত্ববাচক ঃ ঐ, ঐসব।

(৫) সাকুল্যবাচক ঃ সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ।

(৬) প্রশ্নবাচক ঃ কে, কি, কী, কোন, কাহার, কার, কিসে?

(৭) অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক ঃ কোন, কেহ, কেউ, কিছু।

(৮) ব্যতিহারিক ঃ আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর ইত্যাদি।

(৯) সংযোগজ্ঞাপক ঃ যে, যিনি, যাঁরা, যাহারা ইত্যাদি।

(১০) অন্যাদিবাচক ঃ অন্য, অপর, পর ইত্যাদি।

সর্বনামের পুরুষ

'পুরুষ' একটি পারিভাষিক শব্দ। বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ারই পুরুষ আছে। বিশেষণ ও অব্যয়ের পুরুষ নেই। ব্যাকরণে শ্রেণিবিভাগ- পুরুষ তিন প্রকার।

পুরুষ

১. উত্তম পুরুষ | ২. মধ্যম পুরুষ | ৩. নাম পুরুষ

১. উত্তম পুরুষ ঃ স্বয়ং বক্তাই উত্তম পুরুষ। আমি, আমরা, আমাকে আমাদের ইত্যাদি সর্বনাম শব্দ উত্তম পুরুষ।

২. মধ্যম পুরুষ ঃ প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রোতাই মধ্যম পুরুষ। তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদের, তোমাদিগকে, আপনি, আপনার, আপনাদের প্রভৃতি সর্বনাম শব্দ মধ্যম পুরুষ।

৩. নাম পুরুষ ঃ অনুপস্থিত অথবা পরোক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীই নাম পুরুষ। সে, তারা, তাহারা, তাদের, তাহাকে, তিনি, তাকে, তারা, তাদের প্রভৃতি নাম পুরুষ।

অব্যয় পদ

ন ব্যয় = অব্যয়। যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয় শব্দ তাই অব্যয়। অব্যয় শব্দের সাথে কোনো বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না, সেগুলোর এক বচন বা বহু বচন হয় না এবং সেগুলোর স্ত্রী ও পুরুষবাচকতা নির্ণয় করা যায় না। যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে কখনো বাক্যের শোভা বর্ধন করে, কখনো একাধিক পদের, বাক্যাংশের বা বাক্যের সমন্বয় বা সংযোগ ঘটায় তাকে অব্যয় পদ বলে।

বাংলা ভাষায় তিন প্রকার অব্যয় শব্দ রয়েছে- বাংলা অব্যয় শব্দ, তৎসম অব্যয় শব্দ এবং বিদেশি অব্যয় শব্দ।

১. বাংলা অব্যয় শব্দ ঃ আর, আবার, ও, হ্যাঁ, না ইত্যাদি।

২. তৎসম অব্যয় শব্দ ঃ যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অর্থাৎ, দৈবাৎ, বরঞ্চ, পুনশ্চ, আপাতত, বস্তুত ইত্যাদি। 'এবং' ও 'সুতরাং' তৎসম শব্দ হলেও বাংলায় এগুলোর অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। সংস্কৃতে 'এবং' শব্দের অর্থ এমন, আর 'সুতরাং' অর্থ অত্যন্ত, অবশ্য। কিন্তু এবং = ও (বাংলা), সুতরাং = অতএব (বাংলা)।

৩. বিদেশি অব্যয় শব্দ ঃ আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, খাসা, মাইরি, মারহাবা ইত্যাদি।

বিবিধ উপায়ে গঠিত অব্যয় শব্দ

১. একাধিক অব্যয় শব্দযোগে ঃ কদাপি, নতুবা, অতএব, অথবা ইত্যাদি।

২. আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশক একই শব্দের দুবার প্রয়োগ ঃ ছি ছি, ধিক্ ধিক্, বেশ বেশ ইত্যাদি।

৩. দুটো ভিন্ন শব্দযোগে ঃ মোট কথা, হয়তো, যেহেতু, নইলে ইত্যাদি।

৪. অনুকার শব্দযোগে ঃ কুহু কুহু, গুন গুন, ঘেউ ঘেউ, শন শন, ছল ছল, কন কন ইত্যাদি।

অব্যয়ের প্রকারভেদ

অব্যয় প্রধানত চার প্রকার :

১. সমুচ্চয়ী
২. অনন্বয়ী
৩. অনুসর্গ
৪. অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়

অব্যয়

- সমুচ্চয়ী অব্যয়
  - সংযোজক
  - বিয়োজক
  - সংকোচক
- অনন্বয়ী অব্যয়
- অনুসর্গ অব্যয়
- অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক

সমুচ্চয়ী অব্যয়

যে অব্যয় পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা বাক্যস্থিত একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় বলে।

ক. সংযোজক অব্যয় :

(i) উচ্চপদ ও সামাজিক মর্যাদা সকলেই চায়। এখানে 'ও' অব্যয়টি বাক্যস্থিত দু'টো পদের সংযোজন করছে।

(ii) তিনি সৎ, তাই সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। এখানে 'তাই, অব্যয়টি দু'টো বাক্যের সংযোজন ঘটাচ্ছে। আর, অধিকন্তু, সুতরাং শব্দগুলোও সংযোজক অব্যয়।

খ. বিয়োজক অব্যয় :

(i) হাসেম কিংবা কাসেম এর জন্য দায়ী। এখানে 'কিংবা' অব্যয়টি দু'টো পদের (হাসেম এবং কাসেমের) বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটাচ্ছে।

(ii) 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'। এখানে কিংবা অব্যয়টি দু'টো বাক্যাংশের বিয়োজক। আমরা চেষ্টা করেছি বটে, কিন্তু কৃতকার্য হতে পারি নি। এখানে 'কিন্তু' অব্যয় দু'টো বাক্যের বিয়োজক।

বা, অথবা, নতুবা, না হয়, নয়তো শব্দগুলো বিয়োজক অব্যয়।

গ. সংকোচক অব্যয় : তিনি বিদ্বান, অথচ সৎ ব্যক্তি নন। এখানে অথচ অব্যয়টি দু'টো বাক্যের মধ্যে ভাবের সংকোচ সাধন করেছে। কিন্তু, বরং শব্দগুলোও সংকোচক অব্যয়।

অনন্বয়ী অব্যয়

যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, তাদের অনন্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন–

ক. উচ্ছ্বাস প্রকাশে: মরি মরি! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ!

খ. স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে: হ্যাঁ, আমি যাব। **না**, আমি যাব না।

গ. সম্মতি প্রকাশে: আমি আজ **আলবত** যাব। **নিশ্চয়ই** পারব।

ঘ. **অনুমোদন বাচকতায়:** আপনি যখন বলছেন, **বেশ তো** আমি যাব।

ঙ. **সমর্থনসূচক জবাবে:** আপনি যা জানেন তা **তো** ঠিকই বটে।

চ. **যন্ত্রণা প্রকাশে: উঃ!** পায়ে বড্ড লেগেছে। **নাঃ!** এ কষ্ট অসহ্য।

ছ. **ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে: ছি! ছি!** তুমি এত নীচ। **কী আপদ!** লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।

জ. **সম্বোধনে:** '**ওগো**, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।'

ঝ. **সম্ভাবনায়:** 'সংশয়ে সংকল্প সদা টলে, **পাছে** লোকে কিছু বলে।'

ঞ. **বাক্যালংকার অব্যয়:** কয়েকটি অব্যয় শব্দ নিরর্থকভাবে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের শোভাবর্ধন করে, এদের বাক্যালংকার অব্যয় বলে। যেমন- কত না হারানো স্মৃতি জাগে আজও মনে।

অনুসর্গ অব্যয়

যে সকল অব্যয় শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনাম এর বিভক্তির ন্যায় বসে কারকবাচকতা প্রকাশ করে, তাদের অনুসর্গ অব্যয় বলে। যথা– ওকে **দিয়ে** এ কাজ হবে না (দিয়ে অনুসর্গ অব্যয়)। অনুসর্গ অব্যয় 'পদান্বয়ী অব্যয়' নামেও পরিচিত।

অনুসর্গ অব্যয় দু'প্রকার :

ক. বিভক্তি সূচক অব্যয় এবং
খ. বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত অনুসর্গ।

অনুকার অব্যয়

যে সকল অব্যয় অব্যক্ত রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়, সেগুলোকে অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে।
যথা–

বজ্রের ধ্বনি	➢	কড় কড়
বৃষ্টির তুমুল শব্দ	➢	ঝম ঝম
স্রোতের ধ্বনি	➢	কল কল
বাতাসের গতি	➢	শন শন
শুষ্ক পাতার শব্দ	➢	মর মর
নূপুরের আওয়াজ	➢	রুম ঝুম
চুড়ির শব্দ	➢	টুং টাং
মেঘের গর্জন	➢	গুড় গুড়
সিংহের গর্জন	➢	গর গর
ঘোড়ার ডাক	➢	হ্রেষা
কাকের ডাক	➢	কা কা
কোকিলের রব	➢	কুহু কুহু

অনুভূতিমূলক অব্যয়ও অনুকার অব্যয়ের শ্রেণিভুক্ত। যথা– ঝাঁ ঝাঁ (প্রখরতাবাচক), খাঁ খাঁ (শূন্যতাবাচক), কচ কচ, কট কট, টল মল, ঝল মল, চক চক, ছম ছম, টন টন, খট খট ইত্যাদি।

একই অব্যয় শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার

১. **আর** ☞ **পুনরাবৃত্তি অর্থে** ঃ ও দিকে আর যাব না।
নির্দেশ অর্থে ঃ বল, আর কী চাও?
নিরাশায় ঃ সে দিন কি আর আসবে?
বাক্যালংকার ঃ আর কি বাজবে বাঁশি?

২. **ও** ☞ **সংযোগ অর্থে** ঃ করিম ও রহিম দুই ভাই।
সম্ভাবনায় ঃ আজ বৃষ্টি হতেও পারে।
তুলনায় ঃ ওকে বলাও যা, না বলাও তা।
স্বীকৃতি জ্ঞাপনে ঃ খেতে যাবে? গেলেও হয়।
হতাশা জ্ঞাপনে ঃ এত চেষ্টাতেও হল না।

৩. **কি/কী** ☞ **জিজ্ঞাসায়** ঃ তুমি কি বাড়ি যাচ্ছো?
বিরক্তি প্রকাশে ঃ কী বিপদ, লোকটা যে পিছু ছাড়ে না!
সাকুল্য অর্থে ঃ আমির কী ফকির, এক দিন সকলকেই যেতে হবে।
বিড়ম্বনা প্রকাশে ঃ তোমাকে নিয়ে কী মুশকিলেই না পড়লাম।

আলোচ্য টপিক থেকে → Previous & Important Questions

১. **কোনটি বিশেষণ বাচক শব্দ?** [Combined 9 Bank Senior Officer (General)-2023]
a. জীবনী b. জীবন
c. জীবিকা d. জীবাণু **উ: a**

২. **'এক' এর বিশেষ্যরূপ কোনটি?** [Combined 5 Banks Officer (Cash)- 2022]
a) একাধিক b) বহু
c) একতা d) একক **উ: C**

৩. **'দুঃখ' কোন প্রকার বিশেষ্য পদ?** [Combined 8 Banks & Financial Institution Officer (General)- 2022]
a) সংজ্ঞাবাচক b) গুণবাচক
c) ভাববাচক d) জাতিবাচক **উ: B**

৪. **'দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে' এই বাক্যের অব্যয়টির নাম কী?** [Combined 8 Banks & Financial Institution Officer (General)- 2022]
a) অনুসর্গ অব্যয় b) অনুকার অব্যয়
c) অনন্বয়ী অব্যয় d) সমুচ্চয়ী অব্যয় **উ: A**

৫. **কোনটি ভাববাচক বিশেষ্য নয়?** [Combined 9 Banks Officer (General)- 2022]
a) চলন্ত b) দর্শন
c) সৌন্দর্য d) করতে **উ: C**

৬. **'এখন গোল্লায় যাও' একটি কোন ক্রিয়ার উদাহরণ?** [Karmasangsthan Bank (Assistant Officer)- 2021]
a) মিশ্র ক্রিয়া b) যৌগিক ক্রিয়া
c) ণিজন্ত ক্রিয়া d) নামধাতুর ক্রিয়া **উ: A**

৭. **বাক্যের প্রকাশভঙ্গি অনুসারে কর্তা কয় প্রকার?** [Bangladesh Bank AD- 2021]
a) ২ b) ৩
c) ৪ d) ৬ **উ: B**

৮. **'সুন্দর মাত্রেরই একটা আকর্ষণ আছে।' এই বাক্যে 'সুন্দর' শব্দটি কোন পদ?** [Combined 5 Banks (Officer)- 2021]
a) বিশেষ্য b) বিশেষণ
c) সর্বনাম d) বিশেষণের বিশেষণ **উ: A**

৯. **বিদেশি উৎস থেকে আগত অব্যয় শব্দ হলো–** [Combined 7 Banks & 1 Financial Institutions (Senior Officer)- 2021]
a) খুব b) আবার
c) আর d) যদি **উ: A**

১০. **'যেমন কর্ম তেমন ফল।' কোন পদের উদাহরণ?** [Probashi Kallayan Bank (Officer)- 2021]
a) পারস্পরিক সর্বনাম b) ক্রিয়া বিশেষণ
c) সাপেক্ষ সর্বনাম d) যোজক **উ: C**

১১. **'মেটে কলসি' শব্দবন্ধে 'মেটে' কোন প্রকার বিশেষণ?** [Combined 6 Banks (Assistant Programmer)- 2021]
a) গুণবাচক b) অবস্থাবাচক
c) উপাদানবাচক d) রূপবাচক **উ: C**

১২. **'সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল'। বাক্যটিতে কোন ধরনের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে?** [Rupali Bank (Assistant Network Engineer)- 2021]
a) অসমাপিকা ক্রিয়া b) যৌগিক ক্রিয়া
c) ক্রিয়া বিশেষণ d) সমাপিকা ক্রিয়া **উ: B**

১৩. **'বুদ্ধিমান' এর বিশেষ্য পদ কোনটি?** [Sonali & Janata Bank Officer (IT)- 2020]
a) বুদ্ধি b) বুদ্ধিত্ব
c) বুদ্ধিমত্তা d) বৃদ্ধি **উ: A**

১৪. **নিচের কোনটি সর্বনামের প্রকারভেদ নয়?** [Rupali Bank Ltd. Officer-2019]
a) আত্মবাচক b) ব্যতিহারিক
c) সাপেক্ষবাচক d) পূরণবাচক **উ: d**

১৫. **যৌগিক ক্রিয়ার একটি উদাহরণ হলো-**[Rupali Bank Ltd. Officer-2019]
a) ধীরে চলা b) হেসে ওঠা
c) চুপ করা d) কথা বলা **উ: b**

১৬. **'কড়কড়' শব্দটি কোন অব্যয়?**[Palli Sanchay Bank Ltd. ACO-2018]
a) সমুচ্চয়ী b) অনন্বয়ী
c) অনুসর্গ d) অনুকার **উ: d**

১৭. **'সাইরেন বেজে উঠলো' বাক্যটিতে 'বেজে উঠল' কি ধরনের ক্রিয়াপদ?** [Palli Sanchay Bank Ltd. ACO-2018]
a) মিশ্র b) যৌগিক
c) প্রযোজক d) সমধাতুজ **উ: b**

১৮. **বিশেষণ থেকে বিশেষ্য-সাধিত শব্দটি হলো-** [Bangladesh Development Bank Ltd. Senior Officer-2017]
a) অগ্রিম b) জটিল
c) গ্রাম্য d) ঘনত্ব **উ: d**

১৯. **বিশেষ্য থেকে বিশেষণে পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত-** [Bangladesh House Building Finance Corporation Senior Officer -2017]
a) 'নৌ' থেকে 'নাব্য' b) 'নাব্য' থেকে 'নৌ'
c) 'নাব্য' থেকে 'নাব্যতা' d) 'নৌ' থেকে 'নাব্যতা' **উ: a**

২০. **বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে বলে-**
ক. শব্দ খ. কারক
গ. পদ ঘ. ক্রিয়াপদ **উ: গ**

২১. **বিশেষ্য পদ নয় কোনটি?**
ক. হিমালয় খ. গীতাঞ্জলি
গ. স্বয়ং ঘ. পর্বত **উ: গ**

২২. **যে পদ সর্বনাম ও বিশেষ্য পদকে বিশেষায়িত করে তাকে কী বলে?**
ক. নাম বিশেষণ খ. ভাব বিশেষণ
গ. বিশেষ্য পদ ঘ. বিশেষণ **উ: ক**

২৩. **'এ মাটি সোনার বাড়া'- এ উদ্ধৃতিতে 'সোনা' কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?**
ক. বিশেষণের অতিশায়ন খ. রূপবাচক বিশেষ
গ. উপাদানবাচক বিশেষ্য ঘ. বিধেয় বিশেষণ **উ: ক**

২৪. **'লবণ' শব্দের বিশেষণ-**
ক. লবণীয় খ. লবনাক্ত
গ. লবণাক্ত ঘ. লাবণ্য **উ: গ**

কাল, পুরুষ ও কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

কাল : ক্রিয়া সংঘটনের সময়কে কাল বলে।

১. আমরা বই পড়ি। 'পড়া' ক্রিয়াটি এখন অর্থাৎ বর্তমানে সংঘটিত হচ্ছে।

২. কাল তুমি শহরে গিয়েছিলে। 'যাওয়া' ক্রিয়াটি পূর্বে অর্থাৎ অতীতে সম্পন্ন হয়েছে।

৩. আগামীকাল স্কুল বন্ধ থাকবে। 'বন্ধ থাকা' কাজটি পরে বা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হবে।

সুতরাং, ক্রিয়া, বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হওয়ার সময় নির্দেশই ক্রিয়ার কাল।

এই হিসেবে ক্রিয়ার কাল প্রধানত তিন প্রকার : ১. বর্তমান কাল, ২. অতীত কাল এবং ৩. ভবিষ্যৎ কাল।

ক্রিয়াপদ : ক্রিয়ামূল অর্থাৎ ধাতুর সঙ্গে কাল সময় ও পুরুষ জ্ঞাপক (ক্রিয়া) বিভক্তিযোগে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।

ক. পুরুষভেদে ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য দেখা যায়। যেমন–

আমি যাই। তুমি যাও। আপনি যান। সে যায়। তিনি যান।
(সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে নাম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ অভিন্ন।)

খ. বচনভেদে ক্রিয়ার রূপের কোনো পার্থক্য হয় না। যথা–
আমি (বা আমরা) যাই। তুমি (বা তোমরা) যাও। আপনি (বা আপনারা) যান। সে (বা তারা) যায়। (তিনি (বা তাঁরা) যান।

গ. সাধারণ, সম্ভ্রমাত্মক, তুচ্ছার্থকভেদে মধ্যম ও নাম পুরুষের ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য হয়ে থাকে (উত্তম পুরুষে হয় না)।

কালের প্রকারভেদ

ক্রিয়া সংঘটনের প্রধান কাল বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়–

১. বর্তমান কাল

ক. **সাধারণ বর্তমান বা নিত্যবৃত্ত বর্তমান-** যে ক্রিয়া বর্তমানে সাধারণভাবে ঘটে, তার কালকে সাধারণ বর্তমান কাল বলে। এবং স্বাভাবিক বা অভ্যস্ততা বোঝালে সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়াকে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল বলে।

উদাহরণ–
সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায়।
আমি বাড়ি যাই।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

খ. **ঘটমান বর্তমান-** যে কাজ শেষ হয়নি, এখনও চলছে, সে কাজ বোঝানোর জন্য ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ–
শত্রুর অত্যাচারে দেশ আজ বিপন্ন, ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হচ্ছে, দিকে দিকে আগুন জ্বলছে।
হাসান বই পড়ছে।

গ. **পুরাঘটিত বর্তমান কাল-** ক্রিয়া পূর্বে শেষ হলে এবং তার ফল এখনও বর্তমান থাকলে তাকে পুরাঘটিত বর্তমান কাল বলে।

উদাহরণ–
এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি।
এতক্ষণ আমি অঙ্ক করেছি।

২. অতীত কাল

ক. **সাধারণ অতীত-** বর্তমান কালের পূর্বে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে, তার সংঘটন কালই সাধারণ অতীত কাল।

উদাহরণ–
প্রদীপ নিভে গেল।
এতক্ষণে জানিলাম, কুসুমে কীট আছে।

খ. **নিত্যবৃত্ত অতীত-** অতীত কালে যে ক্রিয়া সাধারণ অভ্যস্ততা অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল বলে।

উদাহরণ–
সাতাশ হতো যদি একশ সাতাশ।

গ. **ঘটমান অতীত-** অতীত কালে যে কাজ চলছিল এবং যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, তখনও কাজটি সমাপ্ত হয়নি- ক্রিয়া সংঘটনের এরূপ ভাব বোঝালে ক্রিয়ার ঘটমান অতীত কাল হয়।

উদাহরণ–
কাল সন্ধ্যায় বৃষ্টি পড়ছিল।
আমরা তখন বই পড়ছিলাম।
বাবা আমাদের পড়াশুনা দেখছিলেন।

ঘ. **পুরাঘটিত অতীত-** যে ক্রিয়া অতীতের বহু পূর্বেই সংঘটিত হয়ে গিয়েছে এবং যার পরে আরও কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, তার কালকে পুরাঘটিত অতীত কাল বলা হয়।

উদাহরণ–
সেবার তাকে সুস্থই দেখেছিলাম।
কাজটি কি তুমি করেছিলে?

৩. ভবিষ্যৎ কাল

ক. **সাধারণ ভবিষ্যৎ-** যে ক্রিয়া পরে বা অনাগত কালে সংঘটিত হবে, তার কালকে সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে বলে।

উদাহরণ–
আমরা মাঠে খেলতে যাব।
শীঘ্রই বৃষ্টি আসবে।

খ. **ঘটমান ভবিষ্যৎ-** যে কাজ ভবিষ্যৎ কাল চলতে থাকবে তার কালকে ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল বলে।

উদাহরণ–
আমি কাজটি করতে থাকব।
আমি চেষ্টা করতে থাকব।

গ. **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ-** যে ক্রিয়া সম্ভবত ঘটে গিয়েছে, সাধারণ ভবিষ্যৎ কালবোধক শব্দ ব্যবহার করে তা বোঝাতে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল হয়।

উদাহরণ–
তিনি কাজটি করে থাকবেন।

আলোচ্য টপিক থেকে → Previous & Important Questions

১. **'ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে' –বাক্যটি কোন কালের?** [Combined 5 Banks Officer (Cash)- 2022]
a) সাধারণ বর্তমান b) পুরাঘটিত অতীত
c) নিত্যবৃত্ত বর্তমান d) পুরাঘটিত বর্তমান **উ: B**

২. **'আমি যদি পাখি হতাম'। কোন কালের উদাহরণ?** [Rupali Bank (Financial Analysts)- 2020]
a) পুরাঘটিত ভবিষ্যত b) পুরোঘটিত অতীত
c) নিত্যবৃত্ত অতীত d) নিত্যবৃত্ত বর্তমান **উ: C**

৩. **'রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে.....' এখানে ক্রিয়ার কোন কাল ব্যবহৃত হয়েছে?** [Joint Recritment for 2 Banks Senior Officer (IT)- 2020]
a) নিত্যবৃত্ত বর্তমান b) বর্তমান অনুজ্ঞা
c) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা d) পুরাঘটিত বর্তমান **উ: C**

৪. **কাল নির্ণয় করঃ সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে।** [Pubali Bank Ltd. JO-2019]

a) নিত্যবৃত্ত অতীত b) সাধারণ অতীত
c) সাধারণ বর্তমান d) সাধারণ ভবিষ্যত উ: c

৫. ক্রিয়ার কাল কত প্রকার?
ক. ৩ খ. ৪
গ. ২ ঘ. ৫ উ: ক

৬. 'সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায়'– এটি কোন বর্তমান কালের দৃষ্টান্ত?
ক. সাধারণ বর্তমান খ. ঘটমান বর্তমান
গ. নিত্যবৃত্ত বর্তমান ঘ. পুরাঘটিত বর্তমান উ: গ

৭. "বাঙালিরা ভাত খায়।" কোন কালের উদাহরণ?
ক. বর্তমান অনুঙ্গা খ. ঘটমান বর্তমান
গ. সাধারণ অতীত ঘ. সাধারণ বর্তমান উ: ঘ

৮. "বালকেরা স্কুলে যাচ্ছে।" বাক্যটি কোন ধরনের বর্তমান কাল নির্দেশ করে?
ক. সাধারণ বর্তশান খ. ঘটমান বর্তমান
গ. নিত্য বর্তমান ঘ. বর্তমান অনুজ্ঞা উ: খ

৯. 'চিন্তা করো না, কালই আসছি'– বাক্যটি কোন কালের?
ক. ঘটমান ভবিষ্যৎ খ. ঘটমান বর্তমান
গ. পুরাঘটিত বর্তমান ঘ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ উ: খ

১০. কাল নির্ণয় করুন : 'সে স্কুলে গিয়েছে'
ক. সাধারণ বর্তমান খ. পুরাঘটিত বর্তমান
গ. ঘটমান বর্তমান ঘ. বর্তমান অনুজ্ঞা উ: খ

১১. "সে পুরস্কার পেয়েছে" কোন ধরনের বর্তমান কাল?
ক. সাধার। বর্তমান খ. ঘটমান বর্তমান
গ. পুরাঘটিত বর্তমান ঘ. অনুজ্ঞা বর্তমান উ: গ

১২. 'ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে'– বাক্যটি কোন কালের?
ক. সাধারণ বর্তমান খ. পুরাঘটিত অতীত
গ. নিত্যবৃত্ত বর্তমান ঘ. পুরাঘটিত বর্তমান উ: ঘ

১৩. বাড়ি যাও– এটি কোন ধরনের বাক্য?
ক. প্রশ্নবোধক খ. নিষেধাত্মক
গ. আশ্চর্যবোধক ঘ. অনুজ্ঞা উ: ঘ

১৪. 'মানুষ হও।' বাক্যটিতে রয়েছে–
ক. অনুনয় খ. আদেশ
গ. অনুরোধ ঘ. উপদেশ উ: ঘ

১৫. 'পাতিস নে শিলাতলে পদ্মপাতা' কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?
ক. আদেশ খ. প্রার্থনা
গ. অনুরোধ ঘ. উপদেশ উ: ঘ

১৬. "আমার এ দরখাস্তটা পড়ুন"– বর্তমানের 'এ' অনুজ্ঞা দ্বারা কী বুঝায়?
ক. অনুরোধ খ. প্রার্থনা
গ. বিধান ঘ. আদেশ উ: খ

১৭. কোন বাক্যে অতীত কাল বোঝানো হয়েছে?
ক. আমরা গিয়েছি খ. তুমি যেতে থাক
গ. সে কি গিয়েছিল? ঘ. কোনোটিই নয় উ: গ

১৮. 'তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন'– বাক্যটি হলো–
ক. সাধারণ অতীতকাল জ্ঞাপক
খ. নিত্যবৃত্ত অতীতকাল জ্ঞাপক
গ. সম্ভাব্য অতীতকাল জ্ঞাপক
ঘ. পুরাঘটিত অতীতকাল জ্ঞাপক উ: খ

১৯. "আগে প্রতি বছর এখানে খেলা হত।"– বাক্যটি কোন ধরনের অতীতকাল নির্দেশ করে?
ক. সাধারণ অতীত খ. ঘটমান অতীত
গ. পুরাঘটিত অতীত ঘ. নিত্যবৃত্ত অতীত উ: ঘ

২০. নিচের কোনটি নিত্যবৃত্ত অতীত?
ক. পড়ালাম খ. পড়িয়েছিলাম
গ. পড়াতাম ঘ. পড়াব উ: গ

২১. কোনটি নিত্যবৃত্ত অতীতকালের উদাহরণ?
ক. চোখের আলোয় দেখেছিলাম
খ. আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে
গ. গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি
ঘ. বেলা যে পড়ে এলো উ: গ

২২. 'প্রতিদিন ফুল ফুটত'– কোন কালের উদাহরণ?
ক. সাধারণ অতীত খ. ঘটমান অতীত
গ. পুরাঘটিত অতীত ঘ. নিত্যবৃত্ত অতীত উ: ঘ

২৩. 'শৈশবে আম কুড়াতে আনন্দ পেতাম' উক্ত বাক্যটি কোন অতীত কাল?
ক. সাধারণ অতীত খ. নিত্যবৃত্ত অতীত
গ. ঘটমান অতীত ঘ. পুরাঘটিত অতীত উ: খ

২৪. "আমরা তখন রোজ সকালে নদীর তীরে ভ্রমণ করতাম"– বাক্যটি কোন কাল নির্দেশ করে?
ক. ঘটমান অতীত খ. পুরাঘটিত অতীত
গ. সাধারণ অতীত ঘ. নিত্যবৃত্ত অতীত উ: ঘ

২৫. 'তুমি যদি যেতে, তবে ভালোই হতো'– বাক্যটিতে 'যেতে' শব্দটি ক্রিয়ার কোন কাল?
ক. সাধারণ অতীত খ. ঘটমান অতীত
গ. পুরাঘটিত অতীত ঘ. নিত্যবৃত্ত অতীত উ: ঘ

২৬. 'কে জানত, আমার ভাগ্য এমন হবে' এ বাক্যটি নিচের কোন কালের উদাহরণ?
ক. ঘটমান বর্তমান খ. সাধারণ বর্তমান
গ. সাধারণ ভবিষ্যৎ ঘ. নিত্যবৃত্ত অতীত উ: গ

২৭. নিচের কোন বাক্যটি সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল নির্দেশ করে?
ক. আমি হব সকাল বেলার পাখি
খ. তুমি বোধ হয় কঠিন অঙ্কটা বুঝবে
গ. আমিনা কথা বলতে থাকবে
ঘ. আমার ছোট ভাই লিখেছেউ: ক

২৮. কোন বাক্যে ভবিষ্যৎ কাল বোঝানো হয়েছে?
ক. চেষ্টা কর বুঝতে পারবে
খ. সদা সত্য কথা বলতে হবে
গ. রোগ হলে ঔষধ খেতে হবে
ঘ. কোনোটিই নয় উ: ক

২৯. কোন বাক্যটি দ্বারা অনুরোধ বুঝায়?
ক. তুই বাড়ি যা
খ. ক্ষমা করা ঘোর অপরাধ
গ. কাল একবার এসো
ঘ. দূর হও উ: গ

৩০. 'রেখো যা, দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে।'..... এখানে ক্রিয়ার কোন কাল ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. নিত্যবৃত্ত বর্তমান খ. বর্তমান অনুজ্ঞা

গ. ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা ঘ. পুরাঘটিত বর্তমান উ: গ

৩১. 'আজ বাবা বেঁচে থাকলে আমার কষ্ট হতো না'– বাক্যটি কোন ভাবের ক্রিয়া।
ক. অনুজ্ঞা খভাব খ. সাপেক্ষ ভাব
গ. নির্দেশক ভাব ঘ. অনির্দেশক ভাব উ: খ

৩২. ব্যাকরণে পুরুষ কাকে বলে?
ক. বিশেষ্যের বিভিন্ন প্রকৃতিকে
খ. বিশেষ্য ও অব্যয়ের বিভিন্ন প্রকৃতিকে
গ. সর্বনামের বিভিন্ন প্রকৃতিকে
ঘ. বিশেষ্য ও সর্বনামের বিভিন্ন প্রকৃতিকে উ: ঘ

৩৩. 'রোগ হলে ওষুধ খাবে'– এ বাক্যে 'খাবে' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. অনুরোধ অর্থে খ. বিধান অর্থে
গ. আদেশ অর্থে ঘ. উপদেশ অর্থে উ: খ

৩৪. বাংলা ব্যাকরণে পুরুষ কত প্রকার?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫ উ: খ

৩৫. কোনটি উত্তম পুরুষ?
ক. সে খ. তারা
গ. আমরা ঘ. তোমরা উ: গ

৩৬. প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রোতাকে বলে–
ক. উত্তম পুরুষ খ. নাম পুরুষ
গ. ক ও খ ঘ. মধ্যম পুরুষ উ: ঘ

৩৭. মধ্যম পুরুষের উদাহরণ কোনটি?
ক. তোমরা খ. আমরা
গ. আপনি ঘ. এরা উ: ক

৩৮. কোন বাক্যে নাম পুরুষের ব্যবহার করা হয়েছে?
ক. ওরা কী করে? খ. আপনি আসবেন
গ. আমরা যাচ্ছি ঘ. তোরা খাসনে উ: ক

৩৯. 'সে' কোন পুরুষ?
ক. প্রথম পুরুষ খ. উত্তম পুরুষ
গ. মধ্যম পুরুষ ঘ. সর্বনাম পুরুষ উ: ক

৪০. সকল বিশেষ্য পদই–
ক. উত্তম পুরুষ খ. মধ্যম পুরুষ
গ. নাম পুরুষ ঘ. যে কোন পুরুষ উ: গ

বাংলা অনুজ্ঞা

- আদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা, অনুনয় প্রভৃতি অর্থে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালে মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার যে রূপ হয় তাকে অনুজ্ঞা পদ বলে।
- প্রাচীন বাংলা রীতিতে মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞায় ক্রিয়ার সঙ্গে 'হ' যোগ করার নিয়ম ছিল। এই 'হ' বর্তমানে 'অ' এবং 'ও' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন – শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।
- উত্তম পুরষের অনুজ্ঞা পদ হতে পারে না। কারণ নিজেকে কেউ আদেশ করতে পারে না।
- প্রত্যেক্ষ বলে নাম পুরষের অনুজ্ঞা হয় না। তবে এই মত সকলে সমর্থন করে না।
- তুচ্ছার্থক সর্বনাম (তুই, তোরা ইত্যাদি)- এ অনুজ্ঞার ক্রিয়ার শেষে শূন্য বিভক্তি হবে। যেমন- তুই কর্।
- বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা হয়।

বর্তমান কালের অনুজ্ঞা :
১. **আদেশ** : কাজটি করে ফেল। তোমরা এখন যাও।
২. **উপদেশ** : কড়া রোদে ঘোরাফেরা করিস না। সত্য কথা গোপন করো না।
৩. **অনুরোধ** : আমার কাজটা এখন কর। অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও না।
৪. **প্রার্থনা** : আমার দরখাস্তটা পড়ুন।
৫. **অভিশাপ** : মর পাপিষ্ঠ।

ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা :
১. **আদেশ** : সদা সত্য বলবে।
২. **সম্ভাবনায়** : চেষ্টা কর, সবই বুঝতে পারবে।
৩. **বিধান অর্থে** : রোগ হলে ওষুধ খাবে।
৪. **অনুরোধে** : কাল একবার এসো।

আলোচ্য টপিক থেকে → Previous & Important Questions

১. নিচের কোনটি উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদের উদাহরণ?
ক. করেছ খ. করেছি
গ. করেছিস ঘ. করেছেন উ: খ

২. 'সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।' বাক্যটি–
A. সন্দেহবাচক B. ইচ্ছাবাচক
C. অনুজ্ঞাবাচক D. কার্যকারণবাচক উ: B

৩. 'অনুজ্ঞা' কোন কালে ব্যবহৃত হয়?
A. বর্তমান ও ভবিষ্যৎ B. বর্তমান ও অতীত
C. ভবিষ্যৎ ও অতীত D. নিত্যবৃত্ত ও ঘটমান অতীত উ: A

৪. 'আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন।' এই বাক্যটি-
A. নিত্যবৃত্ত অতীত B. ঘটমান অতীত
C. বর্তমান অনুজ্ঞা D. ভবিষ্যত অনুজ্ঞা উ: C

৫. উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদের উদাহরণ কোনটি?
A. বলেছ, করেছ B. করেছি, খেয়েছি
C. বলেছিস, খেয়েছিস D. এসেছেন, করেছেন উ: B

৬. কোনটি অনুজ্ঞা?
A. তুমি গিয়েছ B. তুমি যাও
C. তুমি যাচ্ছিলে D. তুমি যাচ্ছ উ: B

বাচ্য ও বাচ্য পরিবর্তন

❖ বাক্যের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশভঙ্গিকে বলা হয় বাচ্য।
❖ বাচ্য প্রধানত তিন প্রকার। যথা– ১. কর্তৃবাচ্য ২. কর্মবাচ্য এবং ৩. ভাববাচ্য। এছাড়াও আরও একটি বাচ্য বাংলা ব্যাকরণে আলোচিত হয়, বাচ্যটির নাম কর্মকর্তৃবাচ্য।

কর্তৃবাচ্য:

❖ যে বাক্যে কর্তার অর্থ– প্রাধান্য রক্ষিত হয় এবং ক্রিয়াপদ কর্তার

শিক্ষক	**ছাত্রকে**	**পড়ান**
(কর্তায় ০ বিভক্তি)	(কর্মে ২য়া বিভক্তি)	(ক্রিয়া কর্তার অনুসারী)
শিক্ষক	**ছাত্রদের**	**পড়ান**
(কর্তায় ০ বিভক্তি)	(কর্মে ষষ্ঠী বিভক্তি)	(ক্রিয়া কর্তার অনুসারী)
শিক্ষক	**ছাত্র**	**পড়ান**
(কর্তায় ০ বিভক্তি)	(কর্মে ০ বিভক্তি)	(ক্রিয়া কর্তার অনুসারী)

কর্মবাচ্য

❖ যে বাক্যে কর্মের সাথে ক্রিয়ার সম্বন্ধ প্রধান ভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে কর্মবাচ্য বলে। যেমন – শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র পড়ানো হয়।

কর্মবাচ্যের গঠন

❖ ক্রিয়াপদ কর্মের অনুসারী হয়।
❖ কর্মবাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক) ব্যবহার হয়।
❖ কর্মবাচ্যে কর্মে প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি হয়। কখনো কখনো কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হতে পারে। **যেমন–**

শিক্ষক কর্তৃক	**ছাত্র**	**পড়ানো হয়**
(কর্তায় ৩য়া বিভক্তি)	(কর্মে ০ বিভক্তি)	(ক্রিয়া কর্মের অনুসারি)
ছাত্রকে	**বেত্রাঘাত**	**করা হল**
(কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি)	(ক্রিয়া কর্মের অনুসারী)	ভাববাচ্য

❖ যে বাচ্যে কর্ম থাকে না এবং বাক্যে ক্রিয়ার অর্থই বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হয়, তাকে ভাববাচ্য বলে।

অনুসারী হয়, তাকে কর্তৃবাচ্য বলে। যেমন– ছাত্ররা ব্যাকরণ পড়ছে।

কর্তৃবাচ্যের গঠন

❖ কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়াপদ কর্তার অনুসারী হয়।
❖ কর্তৃবাচ্যে কর্তায় **প্রথমা বা শূন্য** বিভক্তি থাকে।
❖ কর্তৃবাচ্যে কর্মে দ্বিতীয়া, ষষ্ঠী বা শূন্য বিভক্তি হয়। **যেমন–**

ভাববাচ্যের গঠন

❖ ভাববাচ্যের ক্রিয়া সর্বদাই নামপুরুষের হয়। ভাববাচ্যের কর্তায় ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া, বা তৃতীয় বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যেমন:

আমার	খাওয়া হল না
(কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি)	(নাম পুরুষের ক্রিয়া)
আমাকে	যেতে হবে
(কর্তায় দ্বিতীয়া বিভক্তি)	(নাম পুরুষের ক্রিয়া)
তোমার দ্বারা	এ কাজ হবে না
(কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি)	(নাম পুরুষের ক্রিয়া)

❖ **কখনো কখনো ভাববাচ্যের কর্তা উহ্য থাকে, কর্ম দ্বারাই ভাববাচ্য গঠিত হয়। যেমন–**

এ পথে চলা যায় না। এ বার ট্রেনে ওঠা যাক। কোথা থেকে আসা হচ্ছে।

কর্মকর্তৃবাচ্য

❖ যে বাক্যে কর্মপদই কর্তৃস্থানীয় হয়ে বাক্য গঠন করে তাকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলে। যেমন–
কাজটি ভাল দেখায় না।
বাঁশি বাজে ঐ মধুর লগনে।
সুতি কাপড় অনেকদিন টিকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এক প্রকার বাচ্যকে অন্য বাচ্যে রূপান্তর করতে হলে রূপান্তর করতে যাওয়া বাচ্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাচ্য গঠন করতে হয়।

উক্তি পরিবর্তন

কোন কথকের বাককর্মের নামই উক্তি। উক্তি দু প্রকার। যথা – ১. প্রত্যক্ষ উক্তি এবং ২. পরোক্ষ উক্তি।

❖ যে বাক্যে বক্তার কথা অবিকল উদ্ধৃত হয়, তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলে। যেমন– তিনি বললেন, "বইটা আমার দরকার"।
❖ যে বাক্যে বক্তার উক্তি অন্যের জবানীতে রূপান্তরিতভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে পরোক্ষ উক্তি বলে। যেমন– তিনি বললেন যে বইটা তাঁর দরকার।
❖ প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার বক্তব্যটুকু **উদ্ধরণ চিহ্নের** (" ") অন্তর্ভুক্ত থাকে। পরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধরণ চিহ্নের লোপ হয়, পরিবর্তে 'যে' সংযোজক অব্যয় বসে। উক্তিতে ব্যবহৃত বক্তার পুরুষের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন–
প্রত্যক্ষ উক্তি : খোকা বলল "আমার বাবা বাড়ি নেই"।
পরোক্ষ উক্তি : খোকা বলল যে তার বাবা বাড়ি ছিলেন না।

❖ বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য **সর্বনামের পরিবর্তন** করতে হয়। যেমন–
প্রত্যক্ষ উক্তি : রশিদ বলল "আমার ভাই আজই ঢাকা যাচ্ছেন"।
পরোক্ষ উক্তি : রশিদ বলল যে তার ভাই সেদিনই ঢাকা যাচ্ছেন।
❖ প্রত্যক্ষ উক্তির কালবাচক পদকে পরোক্ষ উক্তিতে **অর্থ অনুসারে** করতে হয়। যেমন–
প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, "কাল তোমাদের ছুটি থাকবে"।
পরোক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন যে পরদিন আমাদের ছুটি থাকবে।
❖ প্রত্যক্ষ উক্তির বাক্যের সর্বনাম এবং কালসূচক শব্দের পরোক্ষ উক্তিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন সংঘটিত হয়–

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
এই	সেই	আগামীকাল	পরদিন
ইহা	তাহা	গতকাল	আগের দিন

এখানে	সেখানে	গতকল্য	পূর্বদিন
এ	সে	এখন	তখন
ওখানে	ঐখানে	আজ	সেদিন

❖ অর্থ–সঙ্গতি রক্ষার জন্য পরোক্ষ উক্তিতে **ক্রিয়াপদের পরিবর্তন** হতে পারে। যেমন–

প্রত্যক্ষ উক্তি : রহমান বলল, "আমি এখনই যাচ্ছি"।

পরোক্ষ উক্তি : রহমান বলল যে সে তখনই যাচ্ছে।

❖ আশ্রিত খ-বাক্যের ক্রিয়ার কাল পরোক্ষ উক্তিতে সব সময় মূল বাক্যাংশের **ক্রিয়ার কালের** উপর নির্ভর করে না। যেমন–

প্রত্যক্ষ উক্তি : ছেলে লিখেছিল, "শহরে খুব গরম পড়েছে"।

পরোক্ষ উক্তি : ছেলে লিখেছিল যে শহরে খুব গরম পড়েছিল বা পড়েছে।

❖ প্রত্যক্ষ উক্তিতে কোন চিরন্তন সত্যের উদ্ধৃতি থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে কালের কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন–

প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, "পৃথিবী গোলাকার"।

পরোক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন যে পৃথিবী গোলাকার।

প্রশ্নবোধক বাক্য :

❖ প্রশ্নবোধক, অনুজ্ঞাসূচক ও আবেগসূচক প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করতে হলে প্রধান খ-বাক্যের ক্রিয়াকে ভাব অনুসারে পরিবর্তন করতে হয়। যেমন–

প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, "তোমরা কি ছুটি চাও?"

পরোক্ষ উক্তি : আমাদের ছুটি চাই কি – না শিক্ষক তা জিজ্ঞাসা করলেন।

অনুজ্ঞাসূচক বাক্য :

প্রত্যক্ষ উক্তি : হামিদ বলল, "তোমরা আগামীকাল এসো"।

পরোক্ষ উক্তি : হামিদ তাদের পরদিন যেতে বা আসতে বলল।

আবেগসূচক বাক্য :

প্রত্যক্ষ উক্তি : লোকটি বলল, "বাঃ! পাখিটিতো চমৎকার।"

পরোক্ষ উক্তি : লোকটি আনন্দের সাথে বলল যে, পাখিটি চমৎকার

আলোচ্য টপিক থেকে → Previous & Important Questions

১. **"তোমাকে দিয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে, তা আশা করা যায়নি।" বাক্যটি যে বাচ্যের উদাহরণ–** [Combined 7 Banks & 1 Financial Institution (Senior Officer)- 2022]
a) কর্তৃবাচ্য b) ভাববাচ্য
c) কর্মকর্তৃবাচ্য d) কর্মবাচ্য **উ:** B

২. **উক্তি পরিবর্তন: মা রেগে আমাকে বললেন, "তোমার গিয়ে কাজ নেই।"** [Probashi Kallyan Bank Officer (General)- 2021]
a) রাগান্বিতভাবে মা আমাকে যেতে নিষেধ করেছিলেন।
b) মা রেগে আমাকে বললেন যে, আমার যেয়ে কী হবে?
c) রাগ করে মা আমাকে বললেন যে, আমার যাওয়া অকার্যকর হবে।
d) মা রাগ করে বললেন যে, যেও না। **উ:** A

৩. **'সুতি কাপড় অনেক দিন টিকে' কোন বাচ্য?** [Bangladesh Bank AD- 2021]
a) কর্তৃবাচ্য b) কর্মকর্তৃবাচ্য
c) ভাববাচ্য d) কর্মবাচ্য **উ:** B

৪. **'তোমাকে হাঁটতে হবে' কোন বাচ্যের উদাহরণ?** [Joint Recruitment for 3 Banks Assistant Engineer (IT)- 2020]
a) কর্তৃবাচ্য b) ভাববাচ্য
c) কর্মকর্তৃবাচ্য d) কর্মবাচ্য **উ:** B

৫. **'কোথায় থাকা হয়' এটি কোন বাচ্যের উদাহরণ?** [Sonali Bank Ltd. Officer Cash-2019]
a) ভাববাচ্য b) কর্মবাচ্য
c) কর্তৃবাচ্য d) কোনোটিই নয় **উ:** a

৬. **'সে যেন রাজশাহীতে আসে' -এটি কোন বাক্য?**
ক. কর্মবাচ্য খ. ভাববাচ্য
গ. কর্তৃবাচ্য ঘ. কর্মকর্তৃবাচ্য উ: গ

৭. **'শিক্ষককে সকলেই সম্মান করে' - এটি কোন বাচ্যের উদাহরণ?**
A. কর্তৃবাচ্য B. কর্মবাচ্য
C. ভাববাচ্য D. কর্মকর্তৃবাচ্য উ: A

৮. **কর্মবাচ্যের উদাহরণ?**
A. ওকে খেতে ডেকে আন
B. দূর থেকে পাহাড় নিচু দেখায়
C. কেমন শীত শীত করছে
D. তা, আপনার কী করা হয় উ: A

৯. **'তুমি কবে আসবে?' -বাক্যটিতে ভাববাচ্যে রূপান্তর করলে দাঁড়াবে–**
A. তুমি আসবে কবে?
B. তোমার আসা কি হবে?
C. তোমার আসা হবে কী
D. তোমার কবে আসা হবে? উ: D

১০. **ভাববাচ্যের উদাহরণ-**
A. তার প্রত্যাশা খুব বেশি
B. ওদের ঘুমানো হবে না
C. আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হয়
D. সে বেশ দুশ্চিন্তায় ভুগছে উ: B

১১. **তিনি বললেন, "দয়া করে ভিতরে আসুন" বাক্যটি কিসের উদাহরণ?**
A. কর্মবাচ্যের B. পরোক্ষ উক্তির
C. প্রত্যক্ষ উক্তি D. সবগুলো উ: C

১২. **শেফালী বললো, "আমি এখন বেশ সুস্থ আছি" এর সঠিক উক্তি পরিবর্তন-**
A. শেফালী বললো সে এখন বেশ সুস্থ আছে
B. শেফালী বললো সে সুস্থ ছিল
C. শেফালী বললো এখন সে বেশ সুস্থ আছে
D. শেফালী বললো যে, সে তখন বেশ সুস্থ ছিল উ: D

১৩. **সে বলল, "আমি ভাল আছি" বাক্যটির পরোক্ষ উক্তি কোনটি?**
A. সে বলল, সে ভাল আছে
B. সে বলল, আমি ভাল আছি
C. সে বলল যে, সে ভাল আছে
D. সে তার ভাল থাকার কথা বলল উ: C

১৪. **'উক্তি' কয় ভাগে বিভক্তি?**
A. ৩ B. ৪

C. ২ D. ১ উ: C

১৫. রাহাত বলল, "আমি বইটা কিনেছি" পরোক্ষ উক্তি বাক্যটি কী হবে?

A. রাহাত বলল, আমি বইটা কিনেছি

B. রাহাত বলল যে, সে বইটা কিনেছে

C. রাহাত বলল, সে বইটা কিনেছে

D. রাহাত বলল যে আমি বইটা কিনেছি উ: B

বাক্য প্রকরণ

যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে।

কতকগুলো পদের সমষ্টিতে বাক্য গঠিত হলেও যে কোনো পদসমষ্টিই বাক্য নয়। বাক্যের বিভিন্ন পদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বা অন্বয় থাকা আবশ্যক। এছাড়াও বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদ দ্বারা মিলিতভাবে একটি অখ- ভাব পূর্ণ প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, তবেই তা বাক্য হবে।

বাক্যের গুণ: ভাষার বিচারে বাক্যের নিম্নলিখিত তিনটি গুণ থাকা চাই। যেমন-

১) আকাঙ্ক্ষা (২) আসত্তি এবং (৩) যোগ্যতা।

১. **আকাঙ্ক্ষা :** বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তাই-ই আকাঙ্ক্ষা।
যেমন- **'চন্দ্র পৃথিবীর চার দিকে'**- এটুকু বললে বাক্যটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে না, আরও কিছু শোনার ইচ্ছা হয়।
বাক্যটি এভাবে পূর্ণাঙ্গ করা যায়ঃ **চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।** এখানে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে বলে এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

২. **আসত্তি :** বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসত্তি।
যেমন- **কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত।** লেখাতে পদ সন্নিবেশ ঠিকভাবে না হওয়ায় শব্দগুলোর অন্তর্নিহিত ভাবটি যথাযথ প্রকাশিত হয়নি। তাই এটি একটি বাক্য হয়নি। মনোভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য পদগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে।
যেমন- **কাল আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।** বাক্যটি আসত্তিসম্পন্ন।

৩. **যোগ্যতা :** বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা।
যেমন- **বর্ষার বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়।**
এটি একটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য। কারণ, বাক্যটিতে পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত সমন্বয় রয়েছে। কিন্তু **'বর্ষার রৌদ্র প্লাবনের সৃষ্টি করে'** বললে বাক্যটি ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা হারাবে। কারণ, রৌদ্র প্লাবন সৃষ্টি করে না।

শব্দের যোগ্যতার সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জড়িত থাকে

ক) রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতাঃ প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থে শব্দ সর্বদা ব্যবহৃত হয়। যোগ্যতার দিক থেকে রীতিসিদ্ধ অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে কতকগুলো শব্দ ব্যবহার করতে হয়। যেমন-

শব্দ	রীতিসিদ্ধ অর্থ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রকৃতি + প্রত্যয়জাত অর্থ
১. বাধিত	অনুগৃহীত বা কৃতজ্ঞ	বাধ + ইত	বাধাপ্রাপ্ত
২. তৈল	তিল জাতীয়	তিল + ষ্ণ	তিলজাত স্নেহ পদার্থ, যে কোনো শস্যের রস।

খ) দুর্বোধ্যতাঃ অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের যোগ্যতা বিনষ্ট হয়। যেমন- **তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছো।**
(চাতুরী বা মায়া অর্থে, কিন্তু বাংলায় 'প্রপঞ্চ' শব্দটি অপ্রচলিত)।

গ) উপমার ভুল প্রয়োগঃ ঠিকভাবে উপমা অলংকার ব্যবহার না করলে যোগ্যতার হানি ঘটে।
যেমন- **আমার হৃদয়-মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হল।**
বীজ ক্ষেতে বপন করা হয়, মন্দিরে নয়।
কাজেই বাক্যটি হওয়া উচিতঃ **আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে আশার বীজ উপ্ত হল।**

ঘ) বাহুল্য দোষঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারে বাহুল্য দোষ ঘটে এবং এর ফলে শব্দ তার যোগ্যতাগুণ হারিয়ে থাকে। যেমন-
'দেশের সব আলেমগণই এ ব্যাপারে আমাদের সমর্থন দান করেন।'
'আলেমগণ' বহুবচনবাচক শব্দ। এর সঙ্গে **'সব'** শব্দটির অতিরিক্ত ব্যবহার বাহুল্য দোষ সৃষ্টি করেছে।

ঙ) বাগধারার শব্দ পরিবর্তনঃ বাগধারা ভাষাবিশেষের ঐতিহ্য। এর যথেচ্ছ পরিবর্তন করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়।
যেমন- 'অরণ্যে রোদন' (অর্থঃ নিষ্ফল আবেদন)-এর পরিবর্তে যদি বলা হয়, 'বনে ক্রন্দন' তবে বাগধারাটি তার যোগ্যতা হারাবে।

চ) গুরুচণ্ডালী দোষঃ তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ কখনো কখনো গুরুচ-ালী দোষ সৃষ্টি করে। এ দোষে দুষ্ট শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। 'গরুর গাড়ি (দেশি + দেশি)' 'শবদাহ (তৎসম + তৎসম)', 'মড়াপোড়া (দেশি + দেশি)' প্রভৃতি স্থলে যথাক্রমে 'গরুর শকট', 'শবপোড়া', 'মড়াদাহ' প্রভৃতির ব্যবহার গুরুচ-ালী দোষ সৃষ্টি করে।

বি. দ্র. : সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ এবং তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের মিশ্রণ ঘটলে 'গুরুচণ্ডালী দোষ' হয়।

বাক্যের গঠন-উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রতিটি বাক্যে দুটি অংশ থাকে : উদ্দেশ্য ও বিধেয়।
বাক্যের যে অংশে কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে।
যেমন- খোকা এখন বই পড়ছে।
বিশেষ্য বা বিশেষ্যস্থানীয় অন্যান্য পদ বা পদসমষ্টিযোগে গঠিত বাক্যাংশও বাক্যে উদ্দেশ্য হতে পারে।
যেমন: সৎ লোকেরাই প্রকৃত সুখী। বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত বিশেষণ।
মিথ্যা কথা বলা খুবই অন্যায় - ক্রিয়াজাত বাক্যাংশ।

উদ্দেশ্যের প্রকারভেদ

- একটিমাত্র পদবিশিষ্ট কর্তৃপদকে সরল উদ্দেশ্য বলে।
- উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিশেষণাদি যুক্ত থাকলে তাকে সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য বলে।

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ

১. বিশেষণ যোগে - কুখ্যাত দস্যুদল ধরা পড়েছে।
২. সম্বন্ধ পদযোগে - হাসিমের ভাই এসেছে।
৩. সমার্থক বাক্যাংশ যোগে - যারা অত্যন্ত পরিশ্রমী, তারাই উন্নতি করে।

৪. অসমাপিকা ক্রিয়াবিশেষণ যোগে– চাটুকার পরিবৃত হয়েই বড় সাহেব থাকেন।
৫. বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশ যোগে– যার কথা তোমরা বলে থাক, তিনি এসেছেন।

বিধেয়ের সম্প্রসারণ

১. ক্রিয়া বিশেষণ যোগে– ঘোড়া দ্রুত চলে।
২. ক্রিয়া বিশেষণীয় যোগে – জেট বিমান অতিশয় দ্রুত চলে।
৩. কারকাদি যোগে – ভুবনের ঘাটে ঘাটে ভাসিছে।
৪. ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশ যোগে – তিনি যে ভাবেই হোক আসবেন।
৫. বিধেয় বিশেষণ যোগে – ইনি আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু (হন)।

গঠন অনুযায়ী বাক্যের প্রকারভেদ

গঠন অনুযায়ী বাক্য তিন প্রকার :
(১) সরল বাক্য, (২) মিশ্র বা জটিল বাক্য, এবং (৩) যৌগিক বাক্য।

১. সরল বাক্যঃ যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে।
যথা–
(ক) পুকুরে পদ্মফুল জন্মে।
এখানে **'পদ্মফুল'** উদ্দেশ্য এবং **'জন্মে'** বিধেয়।
এ রকম: স্নেহময়ী জননী (উদ্দেশ্য) স্বীয় সন্তানকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন (বিধেয়)।
(খ) বিশ্ববিখ্যাত মহাকবিরা (উদ্দেশ্য) ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন লেখনী দ্বারা অমরতার সঙ্গীত রচনা করেন (বিধেয়)।

২. মিশ্র বা জটিল বাক্যঃ যে বাক্যে একটি প্রধান খ-বাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষ ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যথা

	আশ্রিত বাক্য	প্রধান খণ্ডবাক্য
১.	যে পরিশ্রম করে,	সে–ই সুখ লাভ করে।
২.	সে যে অপরাধ করেছে,	তা মুখ দেখেই বুঝেছি।

আশ্রিত খণ্ডবাক্য তিন প্রকার :
(ক) বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খন্ডবাক্য,
(খ) বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খ-বাক্য,
(গ) ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খ-বাক্য।

ক. বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্যঃ (Noun Clause) যে আশ্রিত খ-বাক্য প্রধান খ-বাক্যের যে কোনো পদের আশ্রিত থেকে বিশেষ্যের কাজ করে, তাকে বিশেষ্যস্থানীয় আশ্রিত খ-বাক্য বলে। যথা– **আমি মাঠে গিয়ে দেখলাম**, খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। (বিশেষ্য স্থানীয় খ-বাক্য ক্রিয়ার কর্ম রূপে ব্যবহৃত)।

খ. বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্যঃ (Adjective Clause) যে আশ্রিত খ-বাক্য প্রধান খ-বাক্যের অন্তর্গত কোনো বিশেষ্য বা সর্বনামের দোষ, গুণ এবং অবস্থা প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খ-বাক্য বলে। যথা –লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই। (আশ্রিত বাক্যটি 'সেই' সর্বনামের অবস্থা প্রকাশ করছে)।
তদ্রুপঃ **'খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি**, আমার দেশের মাটি'।
'ধনধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা।' **যে এ সভায় অনুপস্থিত**, সে বড় দুর্ভাগা।

গ. ক্রিয়া–বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্যঃ (Adverbial Clause) যে আশ্রিত খ-বাক্য ক্রিয়াপদের স্থান, কাল ও কারণ নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে ক্রিয়া–বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খ-বাক্য বলে। যেমন-
১) **যতই করিবে দান**, ততই যাবে বেড়ে।
২) **তুমি আসবে বলে** আমি অপেক্ষা করছি।
৩) **যেখানে আকাশ আর সমুদ্র একাকার হয়ে গেছে,** সেখানেই দিকচক্রবাল।

৩. যৌগিক বাক্যঃ পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন-জননেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে; কিন্তু কোনো পথ দেখাতে পারলেন না।
বস্ত্র মলিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সে ধোপাকে গালি পাড়ে; অথচ ধৌত বস্ত্রে তাহার গৃহ পরিপূর্ণ।
উদয়াস্ত পরিশ্রম করব; তথাপি অন্যের দ্বারস্থ হব না।

অর্থগত দিক থেকে বাক্যের শ্রেণিবিন্যাস

অর্থগত দিক থেকে বাক্য প্রধানত পাঁচ প্রকার।
যথা :
১. নির্দেশক বাক্য,
২. অনুজ্ঞাসূচক বাক্য,
৩. প্রশ্নসূচক বাক্য,
৪. কামনামূলক বা ইচ্ছাসূচক বাক্য,
৫. বিস্ময়সূচক বাক্য।

১. **নির্দেশক বাক্য (Assertive Sentence):** যে বাক্যে সংবাদ, তথ্য বিবরণ, ঘটনা বিবৃত থাকে, তাকে নির্দেশক বাক্য বলা হয়। যেমন: পাকিস্তান-ভারত সীমান্ত এখন শান্ত।
নির্দেশক বাক্য দুই প্রকার:
ক) অস্তিবাচক বাক্য,
খ) নেতিবাচক বাক্য

ক) **অস্তিবাচক বাক্য:** এতে কোনো নির্দেশ, ঘটনার সংঘটন বা হওয়ার সংবাদ থাকে। যেমন: শকুন্তলা অত্যন্ত রূপসী ছিলেন। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ।
খ) **নেতিবাচক বাক্য:** এ ধরনের বাক্যে কোনো কিছু হয় না বা ঘটছে না- নিষেধ, আকাঙ্ক্ষা, অস্বীকৃতি ইত্যাদি সংবাদ কিংবা ভাব প্রকাশ করা যায়। যেমন: শকুন্তলা মোটেই অসুন্দরী ছিলো না। বাংলাদেশ এখন পরাধীন দেশ নয়।

২. **অনুজ্ঞাসূচক বাক্য (Imperative Sentence):** যে বাক্যে আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ, উপদেশ দেওয়া হয়, তাকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলা হয়। যেমন: এখনই বাড়ি যাও। নিয়মিত পড়াশোনা করবে।

৩. **প্রশ্নসূচক বাক্য (Interrogative Sentence):** কৌতূহল নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা বা জানার ইচ্ছা যে বাক্যে বিবৃত হয়, তাকে প্রশ্নসূচক বাক্য বলা হয়। যেমন:
- সাদ্দাম কি বেঁচে আছেন?
- পর্তুগালের রাজধানীর নাম কী?

৪. **কামনামূলক বা ইচ্ছাসূচক বাক্য (Operative Sentence):** মঙ্গল-অমঙ্গল কামনা বা মনের ইচ্ছা প্রকাশমূলক বাক্যকে প্রার্থনামূলক বা ইচ্ছাসূচক বাক্য বলা হয়।
যেমন: খোদা তোমার মঙ্গল করুক। স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক।

৫. **বিস্ময়সূচক বাক্য (Exclamatory Sentence) :** আনন্দ-বেদনা, ঘৃণা-ক্রোধ-ভয়, উচ্ছ্বাস-আবেগ, বিস্ময়-কৌতূহল যে বাক্যে প্রকাশিত হয়, তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলা হয়।
যেমন : কতই না সুন্দর তাজমহলের দৃশ্য!
হায়, সুস্থ ছেলেটি মারা গেলো!

বাক্য রূপান্তর

অর্থের কোনো পরিবর্তন না করে এক প্রকারের বাক্যকে অন্য প্রকারের বাক্যে রূপান্তর করার নামই বাক্য রূপান্তর।

সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর

সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে সরল বাক্যের কোন অংশকে খ-বাক্যে পরিণত করতে হয় এবং সম্বন্ধসূচক (যদি, তবে, যে, সে প্রভৃতি) পদের সাহায্যে উক্ত খ-বাক্য ও প্রধান বাক্যটিকে পরস্পর সাপেক্ষ করতে হয়।

যথা:

১. **সরল বাক্য :** ভাল ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।
মিশ্র বাক্য : যারা ভাল ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।

২. **সরল বাক্য :** তার দর্শনমাত্রই আমরা প্রস্থান করলাম।
মিশ্র বাক্য : যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম।

৩. **সরল বাক্য :** ভিক্ষুককে দান কর।
মিশ্র বাক্য : যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর।

মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর

মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মিশ্র বাক্যের অপ্রধান খ-বাক্যটিকে সংকুচিত করে একটি বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যথা:

১. **মিশ্র বাক্য :** যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে।
সরল বাক্য : বুদ্ধিহীনরাই এ কথা বিশ্বাস করবে।

২. **মিশ্র বাক্য :** যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন এ ঋণ স্বীকার করব।
সরল বাক্য : আজীবন এ ঋণ স্বীকার করব।

৩. **মিশ্র বাক্য :** যে সকল পশু মাংস ভক্ষণ করে, তারা অত্যন্ত বলবান।
সরল বাক্য : মাংসভোজী পশু অত্যন্ত বলবান।

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে সরল বাক্যের কোন অংশকে নিরপেক্ষ বাক্যে পরিণত করতে হয় এবং যথাসম্ভব সংযোজক ও বিয়োজক অব্যয়ের প্রয়োগ করতে হয়।

যথা:

১. **সরল বাক্য:** তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দিয়ে বাড়ি যেতে বললেন।
যৌগিক বাক্য: তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দিলেন এবং বাড়ি যেতে বললেন।

২. **সরল বাক্য:** পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত।
যৌগিক বাক্য: এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত, তবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে।

৩. **সরল বাক্য:** আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি।
যৌগিক বাক্য: আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।

যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর

যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে–

ক) বাক্যসমূহের একটি সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রাখতে হয়।
খ) অন্যান্য সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হয়।
গ) অব্যয় পদ থাকলে তা বর্জন করতে হয়।
ঘ) কোনো কোনো স্থলে একটি বাক্যকে হেতু-বোধক বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়।

যথা:

১. **যৌগিক বাক্য :** সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।
সরল বাক্য : সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।

২. **যৌগিক বাক্য :** তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।
সরল বাক্য : তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।

৩. **যৌগিক বাক্য :** মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে।
সরল বাক্য : মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।

যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর

যৌগিক বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত পরস্পর নিরপেক্ষ বাক্য দুটোর প্রথমটির পূর্বে 'যদি' অথবা 'যদিও' এবং দ্বিতীয়টির পূর্বে 'তা হলে' (তাহা হইলে) কিংবা 'তথাপি' অব্যয় ব্যবহার করতে হয়। যেমন:

১. **যৌগিক বাক্য:** দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।
মিশ্র বাক্য: যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

২. **যৌগিক বাক্য:** তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।
মিশ্র বাক্য: যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, তথাপি তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।

সাপেক্ষ অব্যয়ের সাহায্যেও যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিবর্তিত করা যায়। যথা:

১. **যৌগিক বাক্য:** এ গ্রামে একটি দরগাহ আছে, সেটি পাঠান যুগে নির্মিত হয়েছে।
মিশ্র বাক্য: এ গ্রামে যে দরগাহ আছে, সেটি পাঠান যুগে নির্মিত হয়েছে।

মিশ্র বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

মিশ্র বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন করতে হলে খ-বাক্যগুলোকে এক একটি স্বাধীন বাক্যে পরিবর্তন করে তাদের মধ্যে সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার করতে হয়। যেমন:

১. **মিশ্র বাক্য:** যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব।
যৌগিক বাক্য: সে কাল আসবে এবং আমি যাব।

২. **মিশ্র বাক্য:** যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।
যৌগিক বাক্য: বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে।

৩. **মিশ্র বাক্য:** যদিও তার টাকা আছে, তথাপি তিনি দান করেন না।
যৌগিক বাক্য: তার টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না।

আলোচ্য টপিক থেকে → Previous & Important Questions

১. **'রক্ষকই ভক্ষক' বাক্যটি কোন জাতীয় বাক্য?** [Combined 5 Banks Officer (Cash)- 2022]

a) জটিল বাক্য b) সরল বাক্য
c) যৌগিক বাক্য d) মিশ্র বাক্য

উ: B

২. **'তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি' – কোন ধরনের বাক্য?** [Combined 5 Banks Officer (Cash)- 2022]
a) সরল b) জটিল
c) যৌগিক d) মিশ্র **উ: A**

৩. **সরল বাক্যে রূপান্তর করুন: 'ভয়াল শব্দে বাজ পড়ছে, এর বিরাম নেই।'** [Combined 7 Banks & 1 Financial Institution (Senior Officer)- 2022]
a) অবিরাম ভয়াল শব্দে বাজ পড়ছে।
b) বিরামহীন ভয়াল শব্দ হচ্ছে আর বাজ পড়ছে।
c) ভয়াল শব্দ তবু বাজ পড়ার বিরাম নেই।
d) বাজ পড়ছে ভয়াল শব্দে, অবিরাম। **উ: A**

৪. **'মা ছিলনা বলে কেউ তার চুল বেঁধে দেয়নি।' এটি একটি–** [Combined 5 Banks (Officer)- 2021]
a) জটিল বাক্য b) যৌগিক বাক্য
c) সরল বাক্য d) মিশ্র বাক্য **উ: C**

৫. **তুলনা বোঝাতে নিচের যে বাক্যে 'না' ব্যবহৃত হয়েছে–** [Combined 7 Banks & 1 Financial Institutions (Senior Officer)- 2021]
a) হয় তুমি যাবে, না হয় আমি।
b) তার না আছে লোভ, না আছে হিংসা।
c) আমি না গেলে তুমি যেও।
d) ছেলে তো না, এটকা বিচ্ছু। **উ: D**

৬. **'তাহার হাসিতে গান, তাহার কান্নায় গান।' কোন ধরনের বাক্য?** [Rupali Bank (Financial Analysts)- 2020]
a) সরল b) জটিল
c) যৌগিক d) খ-বাক্য **উ: A**

৭. **'তুমি এত নীচ।' বাক্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে?** [Rupali Bank (Financial Analysts)- 2020]
a) ঘৃণা b) বিরক্তি
c) লজ্জা d) অবজ্ঞা **উ: A&B**

৮. **'বিদ্বান লোক সকলের শ্রদ্ধার পাত্র' এটি কোন ধরনের বাক্য?** [Janata Bank Officer (Cash)- 2020]
a) সরল বাক্য b) জটিল বাক্য
c) যৌগিক বাক্য d) মিশ্র বাক্য **উ: A**

৯. **'ঝুড়িকে পকেট থেকে কিছু পয়সা বার করে দিলাম।' গঠন অনুসারে বাক্যটি যে ধরনের?** [Bangladesh Bank Officer General-2019]
a) সরল b) জটিল
c) যৌগিক d) মিশ্র **উ: A**

১০. **'নালিশটা অযৌক্তিক' কোন ধরনের বাক্য?** [Combined 8 Bank SO-2019]
a) নেতিবাচক b) অস্তিবাচক
c) অনুজ্ঞাবাচক d) প্রশ্নবাচক **উ: b**

১১. **'বিপদ এবং দুঃখ একই সঙ্গে আসে' কোন ধরনের বাক্য?** [Combined 5 Bank Officer Cash-2019]
a) সরল b) যৌগিক
c) জটিল d) মিশ্র **উ: b**

১২. **মা-বাবার সেবা কর। এটি কি ধরনের বাক্য?** [Combined 8 Bank SO-2018]
a) অনুজ্ঞাসূচক b) নির্দেশক
c) ইচ্ছাসূচক d) অস্তিবাচক **উ: a**

১৩. **'কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত'- বাক্যটিতে অভাব রয়েছে-**
ক. আকাঙ্ক্ষার খ. আসত্তির
গ. যোগ্যতার ঘ. আসক্তির **উ: খ**

১৪. **নিচের কোনটি গুরুচণ্ডালী দোষমুক্ত?**
ক. গরুর শকট খ. শবদাহ
গ. মড়াদাহ ঘ. শবপোড়া **উ: খ**

১৫. **গঠন অনুযায়ী বাক্য কত প্রকার?**
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫ **উ: খ**

১৬. **অর্থ অনুযায়ী বাক্য কত প্রকার?**
ক. ৩ খ. ৪
গ. ৫ ঘ. ৬ **উ: গ**

১৭. **'মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে'। কোন ধরনের বাক্য?**
ক. সরল খ. যৌগিক
গ. মিশ্র ঘ. বিবৃতিমূলক **উ: ক**

১৮. **'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, সখিনা বিবির কপাল ভাঙল'। এটি কোন ধরনের বাক্যের উদাহরণ?**
ক. সরল খ. মিশ্র বা জটিল
গ. যৌগিক ঘ. বিভ্রমপূর্ণ বাক্য **উ: খ**

১৯. **'যদি সত্য বল, তাহলে মুক্তি পাবে' এটি কোন ধরনের বাক্য?**
ক. সংযুক্ত বাক্য খ. যৌগিক বাক্য
গ. সরল বাক্য ঘ. মিশ্র বাক্য **উ: ঘ**

২০. **'খোদা তোমার মঙ্গল করুন' কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?**
ক. উপকার খ. প্রার্থনা
গ. বিধান ঘ. কোনোটিই নয় **উ: খ**

২১. **'কর্ম কর, অনুরূপ ফল পাবে'। গঠন অনুসারে এটি কোন ধরনের বাক্য?**
ক. সরল খ. জটিল
গ. যৌগিক ঘ. কার্যকারণাত্মক **উ: ঘ**

অলঙ্কার

অলঙ্কার কাব্যতত্ত্বের একটি পারিভাষিক শব্দ। কৌষিতকি উপনিষদে প্রথম অলঙ্কার শব্দটি পাওয়া যায়; 'ব্রহ্মণালঙ্কারেণ অলঙ্কৃত'। ষষ্ঠ শতাব্দীতে আচার্য দ-ী প্রথম অলঙ্কারের সংজ্ঞা দেন। তাঁর মতে, 'কাব্য শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত অভীষ্ট অর্থ সংবলিত পদ বিন্যাসই অলঙ্কার।' যা দ্বারা সজ্জিত করা হয় বা ভূষিত করা হয় তাই অলঙ্কার। সাহিত্যের বা কাব্যের অলঙ্কার বলতে কাব্যের সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী তারই অন্তর্গত কোনো উপাদানকে বোঝায়।

প্রশ্ন: অলঙ্কার কী?

উ: কাব্য শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে যে কাব্যিক উপাদান ব্যবহার করে কাব্যকে গুণান্বিত করা হয় তাই অলঙ্কার।

প্রশ্ন: অলঙ্কার কত প্রকার ও কী কী?

উ: অলঙ্কার দুই প্রকার। যথা:

ক) শব্দালঙ্কার ও খ) অর্থালঙ্কার।

ক) **শব্দালঙ্কার:** শব্দের ধ্বনিরূপের আশ্রয়ে যে সমস্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি হয় তাকে শব্দালঙ্কার বলে। অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি ইত্যাদি শব্দালঙ্কার।

খ) **অর্থালঙ্কার:** অর্থের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য বিধায়ক অলঙ্কারকে বলা হয় অর্থালঙ্কার। উপমা, রূপক, ভ্রান্তিমান, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি ইত্যাদি অর্থালঙ্কার।

✪ বিভিন্ন অলঙ্কারের পরিচয়:

অনুপ্রাস: একই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের বারবার বিন্যাসকে অনুপ্রাস বলে। যেমন: 'কাক কালো কোকিল কালো কালো কন্যার কেশ'।
(এখানে 'ক' বার বার ধ্বনিত হয়েছে।)

সরল অনুপ্রাস: কবিতার কোনো ছত্রে এক বা দুটি বর্ণ একাধিকবার ধ্বনিত হলে তাকে সরল অনুপ্রাস বলে।
যেমন–

'পেলব প্রাণের প্রথম পশরা নিয়ে।'
– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(এখানে 'প' একাধিকবার ধ্বনিত হয়েছে।)

অন্ত্যানুপ্রাস: কবিতার প্রতি চরণান্তে যে মিল, তাকে অন্ত্যানুপ্রাস বলে।
যেমন–

'গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কুলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।'
– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(এখানে বরষা ও ভরসা মিল)

গুচ্ছানুপ্রাস: একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি যখন দুয়ের অধিক বার একই ছত্রে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে গুচ্ছানুপ্রাস বলে।
যেমন– 'না মানে শাসন, বসন বাসন অশন আসন যত।'
– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

('সন' ধ্বনির গুচ্ছানুপ্রাস)

যমক: যমক শব্দের অর্থ যুগ্ম। একই শব্দে একই স্বরধ্বনি একই ক্রমানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাধিকবার ব্যবহার করা হলে তাকে যমক বলে।
যেমন–

'ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে।'

(এখানে প্রথম ভারত হলো ভারতচন্দ্র এবং দ্বিতীয় ভারত হলো ভারতবর্ষ)

শ্লেষ: একটি শব্দ একবার ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শ্লেষ বলে।
যেমন–

'কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর,
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।'

(এখানে প্রথম প্রভাকর হলো সূর্য এবং দ্বিতীয় প্রভাকর হলো সংবাদ প্রভাকর)

বক্রোক্তি: সোজাসুজি না বলে বাঁকা ভাবে কোনো বক্তব্য প্রকাশ পেলে তাকে বলে বক্রোক্তি। যেমন–

'গৌরিসেনের আবার টাকার অভাব কী।'

(এখানে টাকার অভাব নেই ভাবটি বাঁকা ভাবে ব্যক্ত হয়েছে)

উপমা: একই বাক্যে ভিন্ন জাতীয় অথচ সাদৃশ্য বা সমান গুণবিশিষ্ট দুটি বস্তুর মধ্যকার সাদৃশ্য উল্লেখকে উপমা বলে।

উপমা অলঙ্কারের সাধারণত চারটি অঙ্গ থাকে। যথা:

ক. উপমেয় : যাকে তুলনা করা হয়।
খ. উপমান : যার সাথে তুলনা করা হয়।
গ. সাধারণ ধর্ম : যে বৈশিষ্ট্যের জন্য তুলনা করা হয়।
ঘ. সাদৃশ্যবাচক শব্দ : মত, সম, হেন, সদৃশ, প্রায় ইত্যাদি।

উদাহরণ–

'বেতের ফলের মত তার ম্লান চোখ মনে আসে।'
– জীবনানন্দ দাশ।

(এখানে উপমান- বেতের ফল, উপমেয়- চোখ, সাধারণ ধর্ম- ম্লান এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ- মত)

রূপক: উপমেয়ের সাথে উপমানের অভেদ কল্পনা করা হলে তাকে রূপক অলঙ্কার বলে।
যেমন-

'জীবন-সিন্ধু মথিয়া যে কেহ আনিবে অমৃত বারি।'
– কাজী নজরুল ইসলাম।

(এখানে জীবন হলো উপমেয়, আর সিন্ধু হলো উপমান)

উৎপ্রেক্ষা: প্রবল সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে যদি উপমান বলে ভুল বা সংশয় হয় তবে তাকে উৎপ্রেক্ষা বলে।
যেমন-

'আগে পিছে পাঁচটি মেয়ে, পাঁচটি রঙের ফুল।' – জসীমউদ্‌দীন।

অতিশয়োক্তি: উপমার চরম পরিণতি অতিশয়োক্তি। উপমেয়কে উল্লেখ না করে উপমানকে উপমেয় উল্লেখ করলে তাকে অতিশয়োক্তি বলে। যেমন–

'মাঘের কোলে সূর্য ছড়ায়
দুই হাতে সোনা মুঠি মুঠি।'
– বিষ্ণু দে।

(সোনার মতো রোদ। রোদ এখানে লুপ্ত)

সমাসোক্তি: উপমেয়র উপর উপমানের ব্যবহার সমারোপিত হলে তাকে সমাসোক্তি অলঙ্কার বলে।
যেমন–

'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।'

(এখানে নিশ্চল পর্বতে চলিষ্ণু মেঘের গতিময়তা আরোপিত)

বিরোধাভাস: যদি দুটি বস্তুর মধ্যে আপাত বিরোধ দেখা যায়, ওই বিরোধে যদি কাব্যে চমৎকারিত্ব বা উৎকর্ষের সৃষ্টি হয় তাকে বিরোধাভাস বলে।
যেমন–

'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।'
– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অসঙ্গতি: একস্থানে থাকলে এবং অপর স্থানে কার্যোৎপত্তি হলে তাকে অসঙ্গতি অলঙ্কার বলে।
যেমন–

'হৃদয় মাঝে মেঘ উদয় করি

নয়নের মাঝে ঝরিল বারি ।'

ব্যাজস্তুতি: নিন্দার ছলে প্রশংসা বা প্রশংসার ছলে নিন্দা হলে তাকে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার বলে ।

যেমন–

'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন ।

ছন্দ

ছন্দ কাব্যতত্ত্বের একটি পরিভাষা । রবীন্দ্রনাথের মতে, 'কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যই ছন্দ ।' ছন্দ কাব্যে এনে দেয় সংগীতের সুর লহরি । মাত্রা-নিয়মের যে বিচিত্রতায় কাব্যের ইচ্ছাটি বিশেষভাবে ধ্বনি-রূপময় হয়ে উঠে তাকেই ছন্দ বলে ।

প্রশ্ন: পঙ্‌ক্তি কী?

উ: কবিতার প্রত্যেকটি লাইনকেই ভিন্ন ভিন্ন পঙ্‌ক্তি হিসেবে ধরা হয়, এতে অর্থের পরিসমাপ্তি ঘটুক আর নাই ঘটুক ।

যেমন–

'বুলেট ছুঁড়ে বুদ্ধিজীবী ছাত্র মারা
কৃষক বণিক দোকানী আর মজুর মারা
ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মারা
খুবই সহজ ।' – মোহাম্মদ মরিজ্জামান

(এখানে ৪টি পঙ্‌ক্তি)

প্রশ্ন: অক্ষর কী?

উ: বাগযন্ত্রের ক্ষুদ্রতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা শব্দাংশের নাম অক্ষর ।

যেমন– 'মা' এক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ; 'মামা' দুই অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ কিন্তু 'মাঠ' এক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ, কারণ মাঠ ব্যঞ্জনাত্বক শব্দ এবং তা ভেঙে উচ্চারণ করা যায় না ।

মুক্তাক্ষর: স্বরধ্বনি দিয়ে শেষ হওয়া বা স্বরধ্বনি যুক্ত অক্ষরকে মুক্তাক্ষর বলে ।

যেমন– মামা, বাবা, মারা ইত্যাদি ।

প্রশ্ন: ছন্দ কী?

উ: সংস্কৃত ভাষায় 'ছন্দ' শব্দের অর্থ কাব্যের মাত্রা । কোনো কিছুর মধ্যে পরিমিতি ও শৃঙ্খলার সুষম ও যৌক্তিক বিন্যাসকে ছন্দ বলে ।

প্রশ্ন: বাংলা ছন্দ কত প্রকার?

উ: তিন প্রকার । যথা: ক) স্বরবৃত্ত, খ) মাত্রাবৃত্ত, গ) অক্ষরবৃত্ত ।

প্রশ্ন: স্বরবৃত্ত ছন্দ কাকে বলে?

উ: যে ছন্দ রীতিতে উচ্চারণের গতিবেগ বা লয় দ্রুত অক্ষরমাত্রই এক মাত্রার হয় তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলে । এ ছন্দের মূল পর্বের মাত্রা সংখ্যা চার । এ ছন্দকে দলবৃত্ত বা লৌকিক ছন্দ বা শ্বাসাঘাত ছন্দ বা ছড়ার ছন্দ বলে ।

উদাহরণ–

বৃষ্টি পড়ে / টাপুর টুপুর / নদেয় এল / বান
(মাত্রা- ৪/৪/৪/১)
শিব ঠাকুরের / বিয়ে হলো / তিন কন্যে / দান
(মাত্রা ৪/৪/৪/১)

প্রশ্ন: স্বরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য কী কী?

উ: ক) মূল পর্বে মাত্রা সংখ্যা ৪ ।
খ) এ ছন্দের লয় দ্রুত ।
গ) যে কোনো অক্ষর (মুক্তাক্ষর বা বদ্ধাক্ষর) একমাত্রার ।

উদাহরণ: আড়াল = আ (১) + ড়াল (১) = ২ স্বর ।

প্রশ্ন: মাত্রাবৃত্ত ছন্দ কাকে বলে?

উ: যে কাব্য ছন্দে মূল পর্ব চার, পাঁচ, ছয় বা সাত মাত্রার হয় এবং যা মধ্যম লয়ে পাঠ করা হয় তাকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে ।

এ ছন্দকে বর্ণবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ বা কলাবৃত্ত ছন্দ বলে ।

উদাহরণ–

সোনার পাখি ছিল
সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল
বনে -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(মাত্রা- ৭/৭/৭/২)

প্রশ্ন: মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য কী কী?

উ: ক) মূল পর্বে মাত্রা সংখ্যা ৪, ৫, ৬, ৭ বা ৮ মাত্রার হয় ।
খ) এ ছন্দে প্রধানত ৬ মাত্রার প্রচলন বেশি ।
গ) অনুস্বর বা বিসর্গের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ ।

প্রশ্ন: অক্ষরবৃত্ত ছন্দ কাকে বলে?

উ: যে ছন্দে সকল প্রকার মুক্তাক্ষর একমাত্রাবিশিষ্ট এবং বদ্ধাক্ষর শব্দের শেষে দুই মাত্রা, কিন্তু শব্দের আদিতে এবং মধ্যে একমাত্রা ধরা হয় তাকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বলে । একে যৌগিক বা কলামাত্রিক ছন্দ বলে ।

উদাহরণ:

মরিতে চাহিনা আমি / সুন্দর ভুবনে (৮+৬)
মানবের মাঝে আমি / বাঁচিবারে চাই (৮+৬)
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রশ্ন: অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য কী কী?

উ: ক) মূল পর্বে মাত্রা সংখ্যা ৮ বা ১০ মাত্রার হয় ।
খ) এ ছন্দে লয় ধীর বা মধ্যম ।
গ) এ ছন্দে শব্দের আদি ও মধ্যে বদ্ধাক্ষর একমাত্রা এবং শব্দের শেষে দুই মাত্রা হয় ।
ঘ) এ ছন্দে সংযুক্ত বা অসংযুক্ত অক্ষর সমান ধরা হয় ।

উদাহরণ: কেষ্টা = কে (১) + ষ্টা (১) = ২ অক্ষর ।

✪ বিভিন্ন ছন্দে মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষর এর মাত্রা:

ছন্দ	মুক্তাক্ষর	বদ্ধাক্ষর
স্বরবৃত্ত	একমাত্রা	
মাত্রাবৃত্ত	একমাত্রা	দুইমাত্রা
অক্ষরবৃত্ত		দুই মাত্রা । তবে শব্দের প্রথমে ও মধ্যে থাকলে একমাত্রা ।

প্রশ্ন: পয়ার কী?

উ: যে ছন্দের মূল বর্গের অক্ষর সংখ্যা ১৪টি তাকে পয়ার বলে ।

প্রশ্ন: অমিত্রাক্ষর ছন্দ (Blank Verse) কাকে বলে?

উ: কবিতার পঙ্‌ক্তির শেষে মিলহীন ছন্দকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলে । অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতায় চরণের অন্ত্যমিল থাকে না । ছন্দ পয়ারের অপর রূপ । প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ১৪ অক্ষর থাকে, যা ৮+৬ পর্বে বিভক্ত । একে প্রবাহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দও বলে ।

উদাহরণ–

সম্মুখ-সমরে পড়ি, বীর চূড়ামণি
বীর বাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণী,

কোন বীরবরে রবি সেনাপতি পদে,
পাঠাইলা, রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ।

-মাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রশ্ন: বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ও সনেটের কে প্রচলন ঘটান?
উ: মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সনেটে মধুসূদনের প্রবল দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন: স্বরাক্ষরিক ছন্দের প্রবর্তক কে?
উ: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রশ্ন: সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা কাকে বলে?
উ: সনেট ইতালিয়ান শব্দ। এর বাংলা অর্থ- চতুর্দশপদী কবিতা। একটি মাত্র ভাব বা অনুভূতি যখন ১৪ অক্ষরের চতুর্দশ পঙ্‌ক্তিতে (কখনো কখনো ১৮ অক্ষরও ব্যবহৃত হয়)। বিশেষ ছন্দরীতিতে প্রকাশ পায় তাকেই সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা বলে।

সনেটের দুটি অংশ। যথা:

ক) অষ্টক: প্রথম ৮ চরণকে অষ্টক বলে।
খ) ষটক: শেষ ৬ চরণকে ষটক বলে।

প্রশ্ন: সনেটের আদি কবি কে?
উ: ইতালীয় কবি পেত্রার্ক এ ধারার আদি কবি।

আলোচ্য টপিক থেকে → Previous & Important Questions

১. **আলংকারিক প্রয়োগ বর্জনীয় যে ক্ষেত্রে–** [Probashi Kallyan Bank Officer (General)- 2021]
a) পত্রলিখন b) ভাবসম্প্রসারণ
c) প্রবন্ধ রচনা d) সারাংশ লিখন **উ: D**

২. **'লৌকিক ছন্দ' কাকে বলে?** [Janata Bank Officer (Cash)- 2020]
a) গদ্য ছন্দকে b) স্বরবৃত্তকে
c) মাত্রাবৃত্তকে d) অক্ষরবৃত্তকে **উ: B**

৩. **চর্যাপদ কোন ছন্দে লেখা?** [Sonali Bank Officer FF-2019]
a) অক্ষরবৃত্ত b) মাত্রাবৃত্ত
c) স্বরবৃত্ত d) অমিত্রাক্ষর ছন্দ **উ: b**

৪. **'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এলো বান' কোন ছন্দে রচিত?** [Palli Sanchay Bank Ltd. ACO-2018]
a) অক্ষরবৃত্ত b) মাত্রাবৃত্ত
c) স্বরবৃত্ত d) অমিত্রাক্ষর **উ: c**

৫. **অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাপকে কি বলে?** [Palli Sanchay Bank Ltd. ACO-2018]
a) ধ্বনি b) যতি
c) মাত্রা d) ছেদ **উ: c**

৬. **একই বাক্যে ভিন্ন জাতীয় অথচ সাদৃশ্য বা সমান গুণবিশিষ্ট দুটি বস্তুর মধ্যকার সাদৃশ্য উল্লেখকে কী বলে?**
ক. উৎপ্রেক্ষা খ. উপরূপক
গ. উপমা ঘ. আখ্যাণরূপক **উ: গ**

৭. **নিন্দাসূচক বিষয়কে ভদ্র ভাষায় আবৃত করাকে কী বলে?**
ক. ব্যাজস্তুতি খ. অতিশয়োক্তি
গ. সুভাষণ ঘ. শ্লেষ **উ: ক**

৮. **সাহিত্যে অলঙ্কার প্রধানত কত প্রকার?**
ক. ৬ খ. ২
গ. ৪ ঘ. ৫ **উ: খ**

৯. **'হৃদয় মাঝে মেঘ উদয় করি/নয়নের মাঝে ঝরিল বারি।' – এখানে কী ধরনের অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়েছে?**
ক. অসঙ্গতি খ. বিভাবনা
গ. বিষম ঘ. বিরোধাভাস **উ: ক**

১০. **'গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেত ঝরে।' উক্ত বাক্যটিতে কোন ধরনের অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়েছে?**
ক. উপমান খ. রূপক
গ. চিত্রকল্প ঘ. রূপকাভাস **উ: গ**

১১. **পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সনেট কে রচনা করেন?**
ক. মাইকেল খ. পেত্রার্ক
গ. হোমার ঘ. ঈশ্বরগুপ্ত **উ: খ**

১২. **সনেট কবিতার প্রবর্তক কে?**
ক. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় খ. রজনীকান্ত সেন
গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ. অতুলপ্রসাদ সেন **উ: গ**

১৩. **বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেট রচনার প্রবর্তক কে?**
ক. Rabindranath Tagore
খ. Michel Modhusudan Dutta
গ. Nazrul Islam
ঘ. Satynendra Nath Dutta **উ: খ**

১৪. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট রচয়িতা কে?/প্রথম বাঙালি সনেটকার–**
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. দীনবন্ধু মিত্র ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **উ: খ**

১৫. **'সনেট' শব্দটি কোন ভাষা থেকে উৎপন্ন?**
ক. জার্মানি খ. ইংরেজি
গ. ইটালিয়ান ঘ. ফ্রেঞ্চ **উ: গ**

১৬. **সনেট প্রথম প্রচলিত হয় কোন দেশে?**
ক. ফ্রান্স খ. ইতালি
গ. ইংল্যান্ড ঘ. গ্রিস **উ: খ**

Teacher's Task

১. **'এক' এর বিশেষ্যরূপ কোনটি?** [Combined 5 Banks Officer (Cash)- 2022]
a) একাধিক b) বহু
c) একতা d) একক **উ: C**

২. **'দুঃখ' কোন প্রকার বিশেষ্য পদ?** [Combined 8 Banks & Financial Institution Officer (General)- 2022]
a) সংজ্ঞাবাচক b) গুণবাচক
c) ভাববাচক d) জাতিবাচক **উ: B**

৩. **'দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে' এই বাক্যের অব্যয়টির নাম কী?** [Combined 8 Banks & Financial Institution Officer (General)- 2022]
a) অনুসর্গ অব্যয় b) অনুকার অব্যয়
c) অনন্বয়ী অব্যয় d) সমুচ্চয়ী অব্যয় **উ: A**

৪. **কোনটি ভাববাচক বিশেষ্য নয়?** [Combined 9 Banks Officer (General)- 2022]
a) চলন্ত b) দর্শন
c) সৌন্দর্য d) করতে **উ: C**

৫. **'এখন গোল্লায় যাও' একটি কোন ক্রিয়ার উদাহরণ?** [Karmasangsthan Bank (Assistant Officer)- 2021]
a) মিশ্র ক্রিয়া b) যৌগিক ক্রিয়া
c) ণিজন্ত ক্রিয়া d) নামধাতুর ক্রিয়া **উ: A**

৬. **বাক্যের প্রকাশভঙ্গি অনুসারে কর্তা কয় প্রকার?** [Bangladesh Bank AD- 2021]
a) ২ b) ৩
c) ৪ d) ৬ **উ: B**

৭. **'সুন্দর মাত্রেরই একটা আকর্ষণ আছে।' এই বাক্যে 'সুন্দর' শব্দটি কোন পদ?** [Combined 5 Banks (Officer)- 2021]
a) বিশেষ্য b) বিশেষণ
c) সর্বনাম d) বিশেষণের বিশেষণ **উ: A**

৮. **বিদেশি উৎস থেকে আগত অব্যয় শব্দ হলো–** [Combined 7 Banks & 1 Financial Institutions (Senior Officer)- 2021]
a) খুব b) আবার
c) আর d) যদি **উ: A**

৯. **'যেমন কর্ম তেমন ফল।' কোন পদের উদাহরণ?** [Probashi Kallayan Bank (Officer)- 2021]
a) পারস্পরিক সর্বনাম b) ক্রিয়া বিশেষণ
c) সাপেক্ষ সর্বনাম d) যোজক **উ: C**

১০. **'মেটে কলসি' শব্দবন্ধে 'মেটে' কোন প্রকার বিশেষণ?** [Combined 6 Banks (Assistant Programmer)- 2021]
a) গুণবাচক b) অবস্থাবাচক
c) উপাদানবাচক d) রূপবাচক **উ: C**

১১. **'ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে' –বাক্যটি কোন কালের?** [Combined 5 Banks Officer (Cash)- 2022]
a) সাধারণ বর্তমান b) পুরাঘটিত অতীত
c) নিত্যবৃত্ত বর্তমান d) পুরাঘটিত বর্তমান **উ: B**

১২. **'আমি যদি পাখি হতাম'। কোন কালের উদাহরণ?** [Rupali Bank (Financial Analysts)- 2020]
a) পুরাঘটিত ভবিষ্যত b) পুরোঘটিত অতীত
c) নিত্যবৃত্ত অতীত d) নিত্যবৃত্ত বর্তমান **উ: C**

১৩. **'রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে.....' এখানে ক্রিয়ার কোন কাল ব্যবহৃত হয়েছে?** [Joint Recritment for 2 Banks Senior Officer (IT)- 2020]
a) নিত্যবৃত্ত বর্তমান b) বর্তমান অনুজ্ঞা
c) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা d) পুরাঘটিত বর্তমান **উ: C**

১৪. **ক্রিয়ার কাল কত প্রকার?**
ক. ৩ খ. ৪
গ. ২ ঘ. ৫ **উ: ক**

১৫. **'সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায়'– এটি কোন বর্তমান কালের দৃষ্টান্ত?**
ক. সাধারণ বর্তমান খ. ঘটমান বর্তমান
গ. নিত্যবৃত্ত বর্তমান ঘ. পুরাঘটিত বর্তমান **উ: গ**

১৬. **"বাঙালিরা ভাত খায়।" কোন কালের উদাহরণ?**
ক. বর্তমান অনুঙ্গা খ. ঘটমান বর্তমান
গ. সাধারণ অতীত ঘ. সাধারণ বর্তমান **উ: ঘ**

১৭. **'পাতিস নে শিলাতলে পদ্মপাতা' কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?**
ক. আদেশ খ. প্রার্থনা
গ. অনুরোধ ঘ. উপদেশ **উ: ঘ**

১৮. **"আমার এ দরখাস্তটা পড়ুন"– বর্তমানের 'এ' অনুজ্ঞা দ্বারা কী বুঝায়?**
ক. অনুরোধ খ. প্রার্থনা
গ. বিধান ঘ. আদেশ **উ: খ**

১৯. **কোন বাক্যে অতীত কাল বোঝানো হয়েছে?**
ক. আমরা গিয়েছি খ. তুমি যেতে থাক
গ. সে কি গিয়েছিল? ঘ. কোনোটিই নয় **উ: গ**

২০. **'তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন'– বাক্যটি হলো–**
ক. সাধারণ অতীতকাল জ্ঞাপক
খ. নিত্যবৃত্ত অতীতকাল জ্ঞাপক
গ. সম্ভাব্য অতীতকাল জ্ঞাপক
ঘ. পুরাঘটিত অতীতকাল জ্ঞাপক **উ: খ**

২১. **"আগে প্রতি বছর এখানে খেলা হত।"– বাক্যটি কোন ধরনের অতীতকাল নির্দেশ করে?**
ক. সাধারণ অতীত খ. ঘটমান অতীত
গ. পুরাঘটিত অতীত ঘ. নিত্যবৃত্ত অতীত **উ: ঘ**

২২. **নিচের কোনটি নিত্যবৃত্ত অতীত?**
ক. পড়ালাম খ. পড়িয়েছিলাম
গ. পড়াতাম ঘ. পড়াব **উ: গ**

২৩. **কোনটি নিত্যবৃত্ত অতীতকালের উদাহরণ?**
ক. চোখের আলোয় দেখেছিলাম
খ. আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে
গ. গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি
ঘ. বেলা যে পড়ে এলো **উ: গ**

২৪. **'প্রতিদিন ফুল ফুটত'– কোন কালের উদাহরণ?**
ক. সাধারণ অতীত খ. ঘটমান অতীত
গ. পুরাঘটিত অতীত ঘ. নিত্যবৃত্ত অতীত **উ: ঘ**

২৫. **'শৈশবে আম কুড়াতে আনন্দ পেতাম' উক্ত বাক্যটি কোন অতীত কাল?**
ক. সাধারণ অতীত খ. নিত্যবৃত্ত অতীত
গ. ঘটমান অতীত ঘ. পুরাঘটিত অতীত **উ: খ**

২৬. **"আমরা তখন রোজ সকালে নদীর তীরে ভ্রমণ করতাম"– বাক্যটি কোন কাল নির্দেশ করে?**
ক. ঘটমান অতীত খ. পুরাঘটিত অতীত
গ. সাধারণ অতীত ঘ. নিত্যবৃত্ত অতীত **উ: ঘ**

২৭. 'তুমি যদি যেতে, তবে ভালোই হতো'– বাক্যটিতে 'যেতে' শব্দটি ক্রিয়ার কোন কাল?
ক. সাধারণ অতীত খ. ঘটমান অতীত
গ. পুরাঘটিত অতীত ঘ. নিত্যবৃত্ত অতীত **উ: ঘ**

২৮. 'কে জানত, আমার ভাগ্য এমন হবে' এ বাক্যটি নিচের কোন কালের উদাহরণ?
ক. ঘটমান বর্তমান খ. সাধারণ বর্তমান
গ. সাধারণ ভবিষ্যৎ ঘ. নিত্যবৃত্ত অতীত **উ: গ**

২৯. নিচের কোন বাক্যটি সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল নির্দেশ করে?
ক. আমি হব সকাল বেলার পাখি
খ. তুমি বোধ হয় কঠিন অঙ্কটা বুঝবে
গ. আমিনা কথা বলতে থাকবে
ঘ. আমার ছোট ভাই লিখেছে**উ: ক**

৩০. 'সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।' বাক্যটি–
A. সন্দেহবাচক B. ইচ্ছাবাচক
C. অনুজ্ঞাবাচক D. কার্যকারণবাচক উ: B

৩১. 'অনুজ্ঞা' কোন কালে ব্যবহৃত হয়?
A. বর্তমান ও ভবিষ্যৎ B. বর্তমান ও অতীত
C. ভবিষ্যৎ ও অতীত D. নিত্যবৃত্ত ও ঘটমান অতীত উ: A

৩২. উক্তি পরিবর্তন: মা রেগে আমাকে বললেন, "তোমার গিয়ে কাজ নেই।" [Probashi Kallyan Bank Officer (General)- 2021]
a) রাগান্বিতভাবে মা আমাকে যেতে নিষেধ করেছিলেন।
b) মা রেগে আমাকে বললেন যে, আমার যেয়ে কী হবে?
c) রাগ করে মা আমাকে বললেন যে, আমার যাওয়া অকার্যকর হবে।
d) মা রাগ করে বললেন যে, যেও না। **উ: A**

৩৩. 'সুতি কাপড় অনেক দিন টিকে' কোন বাচ্য? [Bangladesh Bank AD- 2021]
a) কর্তৃবাচ্য b) কর্মকর্তৃবাচ্য
c) ভাববাচ্য d) কর্মবাচ্য **উ: B**

৩৪. 'তোমাকে হাঁটতে হবে' কোন বাচ্যের উদাহরণ? [Joint Recruitment for 3 Banks Assistant Engineer (IT)- 2020]
a) কর্তৃবাচ্য b) ভাববাচ্য
c) কর্মকর্তৃবাচ্য d) কর্মবাচ্য **উ: B**

৩৫. 'সে যেন রাজশাহীতে আসে' -এটি কোন বাক্য?
ক. কর্মবাচ্য খ. ভাববাচ্য
গ. কর্তৃবাচ্য ঘ. কর্মকর্তৃবাচ্য উ: গ

৩৬. 'শিক্ষককে সকলেই সম্মান করে' - এটি কোন বাচ্যের উদাহরণ?
A. কর্তৃবাচ্য B. কর্মবাচ্য
C. ভাববাচ্য D. কর্মকর্তৃবাচ্য উ: A

৩৭. কর্মবাচ্যের উদাহরণ?
A. ওকে খেতে ডেকে আন
B. দূর থেকে পাহাড় নিচু দেখায়
C. কেমন শীত শীত করছে
D. তা, আপনার কী করা হয় উ: A

৩৮. 'তুমি কবে আসবে?' -বাক্যটিতে ভাববাচ্যে রূপান্তর করলে দাঁড়াবে–
A. তুমি আসবে কবে?
B. তোমার আসা কি হবে?
C. তোমার আসা হবে কী
D. তোমার কবে আসা হবে? উ: D

৩৯. 'রক্ষকই ভক্ষক' বাক্যটি কোন জাতীয় বাক্য? [Combined 5 Banks Officer (Cash)- 2022]
a) জটিল বাক্য b) সরল বাক্য
c) যৌগিক বাক্য d) মিশ্র বাক্য **উ: B**

৪০. 'তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি' – কোন ধরনের বাক্য? [Combined 5 Banks Officer (Cash)- 2022]
a) সরল b) জটিল
c) যৌগিক d) মিশ্র **উ: A**

৪১. সরল বাক্যে রূপান্তর করুন: 'ভয়াল শব্দে বাজ পড়ছে, এর বিরাম নেই।' [Combined 7 Banks & 1 Financial Institution (Senior Officer)- 2022]
a) অবিরাম ভয়াল শব্দে বাজ পড়ছে।
b) বিরামহীন ভয়াল শব্দ হচ্ছে আর বাজ পড়ছে।
c) ভয়াল শব্দ তবু বাজ পড়ার বিরাম নেই।
d) বাজ পড়ছে ভয়াল শব্দে, অবিরাম। **উ: A**

৪২. 'মা ছিলনা বলে কেউ তার চুল বেঁধে দেয়নি।' এটি একটি– [Combined 5 Banks (Officer)- 2021]
a) জটিল বাক্য b) যৌগিক বাক্য
c) সরল বাক্য d) মিশ্র বাক্য **উ: C**

৪৩. তুলনা বোঝাতে নিচের যে বাক্যে 'না' ব্যবহৃত হয়েছে– [Combined 7 Banks & 1 Financial Institutions (Senior Officer)- 2021]
a) হয় তুমি যাবে, না হয় আমি।
b) তার না আছে লোভ, না আছে হিংসা।
c) আমি না গেলে তুমি যেও।
d) ছেলে তো না, এটকা বিচ্ছু। **উ: D**

৪৪. 'তাহার হাসিতে গান, তাহার কান্নায় গান।' কোন ধরনের বাক্য? [Rupali Bank (Financial Analysts)- 2020]
a) সরল b) জটিল
c) যৌগিক d) খ-বাক্য **উ: A**

৪৫. 'তুমি এত নীচ।' বাক্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে? [Rupali Bank (Financial Analysts)- 2020]
a) ঘৃণা b) বিরক্তি
c) লজ্জা d) অবজ্ঞা **উ: A&B**

৪৬. অর্থ অনুযায়ী বাক্য কত প্রকার?
ক. ৩ খ. ৪
গ. ৫ ঘ. ৬ **উ: গ**

৪৭. 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, সখিনা বিবির কপাল ভাঙল'। এটি কোন ধরনের বাক্যের উদাহরণ?
ক. সরল খ. মিশ্র বা জটিল
গ. যৌগিক ঘ. বিভ্রমপূর্ণ বাক্য **উ: খ**

৪৮. 'যদি সত্য বল, তাহলে মুক্তি পাবে' এটি কোন ধরনের বাক্য?
ক. সংযুক্ত বাক্য খ. যৌগিক বাক্য
গ. সরল বাক্য ঘ. মিশ্র বাক্য **উ: ঘ**

৪৯. আলংকারিক প্রয়োগ বর্জনীয় যে ক্ষেত্রে– [Probashi Kallyan Bank Officer (General)- 2021]
a) পত্রলিখন b) ভাবসম্প্রসারণ
c) প্রবন্ধ রচনা d) সারাংশ লিখন **উ: D**

৫০. 'লৌকিক ছন্দ' কাকে বলে? [Janata Bank Officer (Cash)- 2020]
a) গদ্য ছন্দকে b) স্বরবৃত্তকে
c) মাত্রাবৃত্তকে d) অক্ষরবৃত্তকে **উ: B**

৫১. একই বাক্যে ভিন্ন জাতীয় অথচ সাদৃশ্য বা সমান গুণবিশিষ্ট দুটি বস্তুর মধ্যকার সাদৃশ্য উল্লেখকে কী বলে?
ক. উৎপ্রেক্ষা খ. উপরূপক
গ. উপমা ঘ. আখ্যাণরূপক উ: গ

৫২. 'গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেত ঝরে।' উক্ত বাক্যটিতে কোন ধরনের অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. উপমান খ. রূপক
গ. চিত্রকল্প ঘ. রূপকাভাস উ: গ

৫৩. পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সনেট কে রচনা করেন?
ক. মাইকেল খ. পেত্রার্ক
গ. হোমার ঘ. ঈশ্বরগুপ্ত উ: খ

৫৪. সনেট কবিতার প্রবর্তক কে?
ক. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় খ. রজনীকান্ত সেন
গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ. অতুলপ্রসাদ সেন উ: গ

৫৫. বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেট রচনার প্রবর্তক কে?
ক. Rabindranath Tagore
খ. Michel Modhusudan Dutta
গ. Nazrul Islam
ঘ. Satynendra Nath Dutta উ: খ

Home Work

১. কোনটি বিশেষণ বাচক শব্দ?
a. জীবনী b. জীবন
c. জীবিকা d. জীবাণু উ: a

২. 'সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল'। বাক্যটিতে কোন ধরনের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে?
a) অসমাপিকা ক্রিয়া b) যৌগিক ক্রিয়া
c) ক্রিয়া বিশেষণ d) সমাপিকা ক্রিয়া উ: B

৩. 'বুদ্ধিমান' এর বিশেষ্য পদ কোনটি?
a) বুদ্ধি b) বুদ্ধিত্ব
c) বুদ্ধিমত্তা d) বৃদ্ধি উ: A

৪. বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে বলে-
ক. শব্দ খ. কারক
গ. পদ ঘ. ক্রিয়াপদ উ: গ

৫. বিশেষ্য পদ নয় কোনটি?
ক. হিমালয় খ. গীতাঞ্জলি
গ. স্বয়ং ঘ. পর্বত উ: গ

৬. যে পদ সর্বনাম ও বিশেষ্য পদকে বিশেষায়িত করে তাকে কী বলে?
ক. নাম বিশেষণ খ. ভাব বিশেষণ
গ. বিশেষ্য পদ ঘ. বিশেষণ উ: ক

৭. 'এ মাটি সোনার বাড়া'- এ উদ্ধৃতিতে 'সোনা' কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?
ক. বিশেষণের অতিশায়ন খ. রূপবাচক বিশেষ
গ. উপাদানবাচক বিশেষ্য ঘ. বিধেয় বিশেষণ উ: ক

৮. "বালকেরা স্কুলে যাচ্ছে।" বাক্যটি কোন ধরনের বর্তমান কাল নির্দেশ করে?
ক. সাধারণ বর্তশান খ. ঘটমান বর্তমান
গ. নিত্য বর্তমান ঘ. বর্তমান অনুজ্ঞা উ: খ

৯. 'চিন্তা করো না, কালই আসছি'– বাক্যটি কোন কালের?
ক. ঘটমান ভবিষ্যৎ খ. ঘটমান বর্তমান
গ. পুরাঘটিত বর্তমান ঘ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ উ: খ

১০. কাল নির্ণয় করুন : 'সে স্কুলে গিয়েছে'
ক. সাধারণ বর্তমান খ. পুরাঘটিত বর্তমান
গ. ঘটমান বর্তমান ঘ. বর্তমান অনুজ্ঞা উ: খ

১১. "সে পুরস্কার পেয়েছে" কোন ধরনের বর্তমান কাল?
ক. সাধার। বর্তমান খ. ঘটমান বর্তমান
গ. পুরাঘটিত বর্তমান ঘ. অনুজ্ঞা বর্তমান উ: গ

১২. 'ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে'– বাক্যটি কোন কালের?
ক. সাধারণ বর্তমান খ. পুরাঘটিত অতীত
গ. নিত্যবৃত্ত বর্তমান ঘ. পুরাঘটিত বর্তমান উ: ঘ

১৩. বাড়ি যাও– এটি কোন ধরনের বাক্য?
ক. প্রশ্নবোধক খ. নিষেধাত্মক
গ. আশ্চর্যবোধক ঘ. অনুজ্ঞা উ: ঘ

১৪. 'মানুষ হও।' বাক্যটিতে রয়েছে–
ক. অনুনয় খ. আদেশ
গ. অনুরোধ ঘ. উপদেশ উ: ঘ

১৫. কোন বাক্যে ভবিষ্যৎ কাল বোঝানো হয়েছে?
ক. চেষ্টা কর বুঝতে পারবে
খ. সদা সত্য কথা বলতে হবে
গ. রোগ হলে ঔষধ খেতে হবে
ঘ. কোনোটিই নয় উ: ক

১৬. কোন বাক্যটি দ্বারা অনুরোধ বুঝায়?
ক. তুই বাড়ি যা খ. ক্ষমা করা ঘোর অপরাধ
গ. কাল একবার এসো ঘ. দূর হও উ: গ

১৭. 'রেখো যা, দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে।'..... এখানে ক্রিয়ার কোন কাল ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. নিত্যবৃত্ত বর্তমান খ. বর্তমান অনুজ্ঞা
গ. ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা ঘ. পুরাঘটিত বর্তমান উ: গ

১৮. 'আজ বাবা বেঁচে থাকলে আমার কষ্ট হতো না'– বাক্যটি কোন ভাবের ক্রিয়া।
ক. অনুজ্ঞা খভাব খ. সাপেক্ষ ভাব
গ. নির্দেশক ভাব ঘ. অনির্দেশক ভাব উ: খ

১৯. ব্যাকরণে পুরুষ কাকে বলে?
ক. বিশেষ্যের বিভিন্ন প্রকৃতিকে
খ. বিশেষ্য ও অব্যয়ের বিভিন্ন প্রকৃতিকে
গ. সর্বনামের বিভিন্ন প্রকৃতিকে
ঘ. বিশেষ্য ও সর্বনামের বিভিন্ন প্রকৃতিকে উ: ঘ

২০. 'রোগ হলে ওষুধ খাবে'– এ বাক্যে 'খাবে' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. অনুরোধ অর্থে খ. বিধান অর্থে
গ. আদেশ অর্থে ঘ. উপদেশ অর্থে উ: খ

২১. বাংলা ব্যাকরণে পুরুষ কত প্রকার?
ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫ উ: খ

২২. কোনটি উত্তম পুরুষ?
ক. সে খ. তারা
গ. আমরা ঘ. তোমরা উ: গ

২৩. প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রোতাকে বলে–
ক. উত্তম পুরুষ খ. নাম পুরুষ
গ. ক ও খ ঘ. মধ্যম পুরুষ উ: ঘ

২৪. মধ্যম পুরুষের উদাহরণ কোনটি?
ক. তোমরা খ. আমরা
গ. আপনি ঘ. এরা উ: ক

২৫. কোন বাক্যে নাম পুরুষের ব্যবহার করা হয়েছে?
ক. ওরা কী করে? খ. আপনি আসবেন
গ. আমরা যাচ্ছি ঘ. তোরা খাসনে উ: ক

২৬. 'সে' কোন পুরুষ?
ক. প্রথম পুরুষ খ. উত্তম পুরুষ
গ. মধ্যম পুরুষ ঘ. সর্বনাম পুরুষ উ: ক

২৭. 'আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন।' এই বাক্যটি-
A. নিত্যবৃত্ত অতীত B. ঘটমান অতীত
C. বর্তমান অনুজ্ঞা D. ভবিষ্যত অনুজ্ঞা উ: C

২৮. উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদের উদাহরণ কোনটি?
A. বলেছ, করেছ B. করেছি, খেয়েছি
C. বলেছিস, খেয়েছিস D. এসেছেন, করেছেন উ: B

২৯. "তোমাকে দিয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে, তা আশা করা যায়নি।" বাক্যটি যে বাচ্যের উদাহরণ–
a) কর্তৃবাচ্য b) ভাববাচ্য
c) কর্মকর্তৃবাচ্য d) কর্মবাচ্য উ: B

৩০. ভাববাচ্যের উদাহরণ-
A. তার প্রত্যাশা খুব বেশি
B. ওদের ঘুমানো হবে না
C. আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হয়
D. সে বেশ দুশ্চিন্তায় ভুগছে উ: B

৩১. তিনি বললেন, "দয়া করে ভিতরে আসুন " বাক্যটি কিসের উদাহরণ?
A. কর্মবাচ্যের B. পরোক্ষ উক্তির
C. প্রত্যক্ষ উক্তি D. সবগুলো উ: C

৩২. শেফালী বললো, "আমি এখন বেশ সুস্থ আছি" এর সঠিক উক্তি পরিবর্তন-
A. শেফালী বললো সে এখন বেশ সুস্থ আছে
B. শেফালী বললো সে সুস্থ ছিল
C. শেফালী বললো এখন সে বেশ সুস্থ আছে
D. শেফালী বললো যে, সে তখন বেশ সুস্থ ছিল উ: D

৩৩. সে বলল, "আমি ভাল আছি" বাক্যটির পরোক্ষ উক্তি কোনটি?
A. সে বলল, সে ভাল আছে
B. সে বলল, আমি ভাল আছি
C. সে বলল যে, সে ভাল আছে
D. সে তার ভাল থাকার কথা বলল উ: C

৩৪. 'উক্তি' কয় ভাগে বিভক্তি?
A. ৩ B. ৪
C. ২ D. ১ উ: C

৩৫. 'বিদ্বান লোক সকলের শ্রদ্ধার পাত্র' এটি কোন ধরনের বাক্য? [Janata Bank Officer (Cash)- 2020]
a) সরল বাক্য b) জটিল বাক্য
c) যৌগিক বাক্য d) মিশ্র বাক্য উ: A

৩৬. 'কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত'- বাক্যটিতে অভাব রয়েছে-
ক. আকাঙক্ষার খ. আসত্তির
গ. যোগ্যতার ঘ. আসক্তির উ: খ

৩৭. 'মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে'। কোন ধরনের বাক্য?
ক. সরল খ. যৌগিক
গ. মিশ্র ঘ. বিবৃতিমূলক উ: ক

৩৮. 'খোদা তোমার মঙ্গল করুন' কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?
ক. উপকার খ. প্রার্থনা
গ. বিধান ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ

৩৯. 'কর্ম কর, অনুরূপ ফল পাবে'। গঠন অনুসারে এটি কোন ধরনের বাক্য?
ক. সরল খ. জটিল
গ. যৌগিক ঘ. কার্যকারণাত্মক উ: ঘ

৪০. নিন্দাসূচক বিষয়কে ভদ্র ভাষায় আবৃত করাকে কী বলে?
ক. ব্যাজস্তুতি খ. অতিশয়োক্তি
গ. সুভাষণ ঘ. শ্লেষ উ: ক

৪১. সাহিত্যে অলঙ্কার প্রধানত কত প্রকার?
ক. ৬ খ. ২
গ. ৪ ঘ. ৫ উ: খ

৪২. 'হৃদয় মাঝে মেঘ উদয় করি/নয়নের মাঝে ঝরিল বারি।' – এখানে কী ধরনের অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়েছে?
ক. অসঙ্গতি খ. বিভাবনা
গ. বিষম ঘ. বিরোধাভাস উ: ক

৪৩. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট রচয়িতা কে?/প্রথম বাঙালি সনেটকার–
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. দীনবন্ধু মিত্র ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উ: খ

৪৪. 'সনেট' শব্দটি কোন ভাষা থেকে উৎপন্ন?
ক. জার্মানি খ. ইংরেজি
গ. ইটালিয়ান ঘ. ফ্রেঞ্চ উ: গ

৪৫. নিচের কোনটি গুরুচণ্ডালী দোষমুক্ত?
ক. গরুর শকট খ. শবদাহ
গ. মড়াদাহ ঘ. শবপোড়া উ: খ

৪৬. গঠন অনুযায়ী বাক্য কত প্রকার?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫ উ: খ

৪৭. সনেট প্রথম প্রচলিত হয় কোন দেশে?
ক. ফ্রান্স খ. ইতালি
গ. ইংল্যান্ড ঘ. গ্রিস উ: খ

Class Exam

১. **'দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে' এই বাক্যের অব্যয়টির নাম কী?**
a) অনুসর্গ অব্যয় b) অনুকার অব্যয়
c) অনন্বয়ী অব্যয় d) সমুচ্চয়ী অব্যয়

২. **'যেমন কর্ম তেমন ফল।' কোন পদের উদাহরণ?**
a) পারস্পরিক সর্বনাম b) ক্রিয়া বিশেষণ
c) সাপেক্ষ সর্বনাম d) যোজক

৩. **'রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে.....' এখানে ক্রিয়ার কোন কাল ব্যবহৃত হয়েছে?**
a) নিত্যবৃত্ত বর্তমান b) বর্তমান অনুজ্ঞা
c) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা d) পুরাঘটিত বর্তমান

৪. **"আমার এ দরখাস্তটা পড়ুন"– বর্তমানের 'এ' অনুজ্ঞা দ্বারা কী বুঝায়?**
a) অনুরোধ b) প্রার্থনা
c) বিধান d) আদেশ

৫. **'গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেত ঝরে।' উক্ত বাক্যটিতে কোন ধরনের অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়েছে?**
a) উপমান b) রূপক
c) চিত্রকল্প d) রূপকাভাস

৬. **'সুতি কাপড় অনেক দিন টিকে' কোন বাচ্য?**
a) কর্তৃবাচ্য b) কর্মকর্তৃবাচ্য
c) ভাববাচ্য d) কর্মবাচ্য

৭. **'তাহার হাসিতে গান, তাহার কান্নায় গান।' কোন ধরনের বাক্য?**
a) সরল b) জটিল
c) যৌগিক d) খ-বাক্য

৮. **কোন বাক্যটি দ্বারা অনুরোধ বুঝায়?**
a) তুই বাড়ি যা b) ক্ষমা করা ঘোর অপরাধ
c) কাল একবার এসো d) দূর হও

৯. **ভাববাচ্যের উদাহরণ-**
A. তার প্রত্যাশা খুব বেশি
B. ওদের ঘুমানো হবে না
C. আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হয়
D. সে বেশ দুশ্চিন্তায় ভুগছে

১০. **'বিদ্বান লোক সকলের শ্রদ্ধার পাত্র' এটি কোন ধরনের বাক্য?**
a) সরল বাক্য b) জটিল বাক্য
c) যৌগিক বাক্য d) মিশ্র বাক্য

Answer Sheet

1	A	2	C	3	C	4	B	5	C	6	B	7	A	8	C	9	B	10	A

Biddabari your success benchmark